কীভাবে পড়বেন ?
কীভাবে বুঝবেন ?
কীভাবে মুখস্থ করবেন ?
ড. আব্দুল আজিজ বিন মুহাম্মদ আস-সাদহান
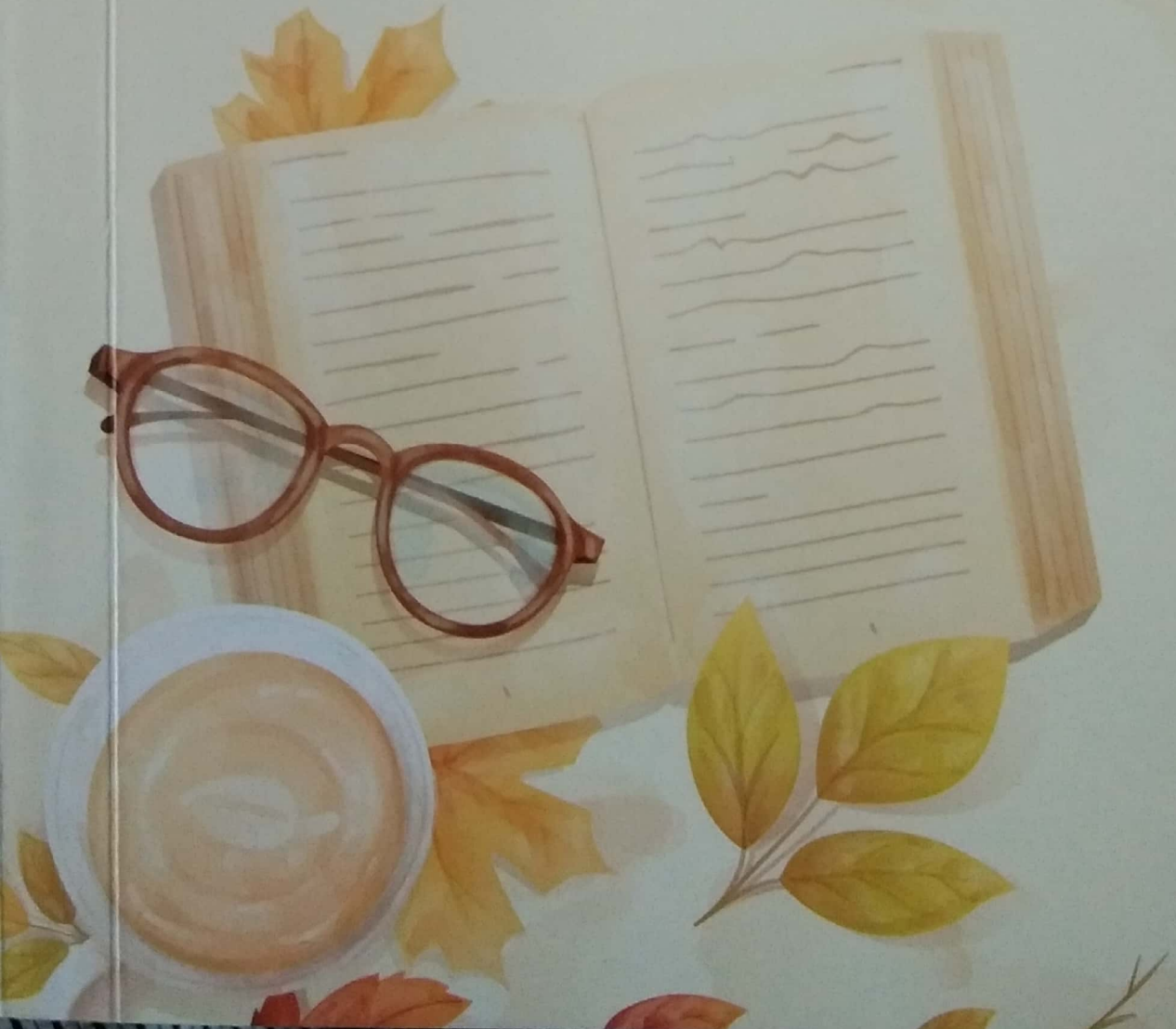
অনুবাদকের কথা...

ইলম অর্জনে অনেক তালিবে ইলমই কঠিন সাধনা ও মেহনত করেন। সবাই কিন্তু প্রচেষ্টা অনুযায়ী কাঙ্ক্ষিত ফলাফল লাভ করেন না। এর কারণ মূলত ইলম অন্বেষণের পথে আবশ্যকীয় বিষয়গুলোর প্রতি যত্নবান না থাকা; যে নিয়মনীতি অনুসরণ করে সাধনা করলে কিতাব পড়া, বোঝা এবং কোনো পাঠ মুখস্থ করা সহজ হয়, তার প্রতি লক্ষ না করা। শাইখ আব্দুল আজিজ বিন মুহাম্মাদ আস-সাদহান তাঁর (يا طالب العلم كيف تحفظ كيف تقرأ كيف تفهم) গ্রন্থে এমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নিয়মনীতির আলোচনা তুলে ধরেছেন, যা অনুসরণ করে ইলম অন্বেষণের পথে মেহনত করলে তালিবে ইলমরা অধিক উপকৃত হতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। শাইখের এ বইটিই আমরা বাংলাভাষী পাঠকের জন্য অনুবাদ করেছি 'কীভাবে পড়বেন? কীভাবে বুঝবেন? কীভাবে মুখস্থ করবেন?' নামে...

-আব্দুল্লাহ ইউসুফ

কীভাবে পড়বেন?
কীভাবে বুঝবেন?
কীভাবে মুখস্থ করবেন?

আব্দুল আজিজ বিন মুহাম্মাদ আস-সাদহান

রুহামা পাবলিকেশন

সূচিপত্র

কীভাবে মুখস্থ করবেন?

কীভাবে পড়বেন?

কীভাবে বুঝবেন?

অবতরণিকা

সকল প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশ্রেষ্ঠ নবি ও রাসুল আমাদের নবি মুহাম্মাদ ﷺ এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও তাঁর সকল সাথির ওপর।

পর-সমাচার :

এটি সর্বজনস্বীকৃত বিষয় যে, ইলম অন্বেষণ এবং তা অর্জনে চেষ্টা সর্বোত্তম নেক আমল এবং সর্বোচ্চ মর্যাদার বিষয়। আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহের পর ইলমের কল্যাণে মানুষ জানতে পারে, সে কীভাবে সঠিকভাবে তার রবের ইবাদত করবে। কীভাবে সে সৎ কাজের আদেশ করবে এবং কীভাবে অসৎ কাজে বাধা দেবে। সে জানতে পারে কীভাবে কামনা ও সন্দেহের অনিষ্ট থেকে বেঁচে থাকবে।

ইলম অন্বেষণের মাধ্যমেই মানুষ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আর এর মাধ্যমেই দুনিয়াতে বিভিন্ন কাজের তাওফিক এবং আখিরাতে উচ্চ মর্যাদা অর্জন করতে পারে। আর এভাবে সে অর্জন করতে পারে বিশাল অনুগ্রহ।

ইলম অন্বেষণে কিছু যুবকের চেষ্টা-সাধনা ও উদ্যম আশা জাগিয়ে তোলে। এটি পরস্পরকে সুসংবাদ দেওয়ার মতো

বিষয়। তারা নিজেদের সময় ও সম্পদ ইলম অন্বেষণের পথে ব্যয় করছে এবং এ পথে নিজেদের শরীরকে ক্লান্ত করে তুলছে। এটি মহান একটি লক্ষ্য, প্রশংসনীয় একটি মনজিল এবং বিশাল এক মর্যাদা। বরং এটি আমাদেরকে প্রথম যুগের নেককার সালাফের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যারা ইলম অন্বেষণের উদ্দেশ্যে পূর্ব থেকে পশ্চিম, উত্তর থেকে দক্ষিণ—পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে ঘুরে বেড়িয়েছেন। এমনকি তাঁদের হিম্মত এই পর্যন্ত পৌঁছেছে যে, তাঁরা একটি মাত্র হাদিস শেখার জন্য এক মাসের পথ অতিক্রম করেছেন। ইলমের জন্য তাঁরা যে পথ সফর করেছেন, তা বলার মতো নয়! আর ইলম অন্বেষণে চেষ্টা ও সফর অনেক বড় নেক কাজ। আলিমগণ এ ব্যাপারে অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। এ ব্যাপারে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হলো, খতিব আল-বাগদাদি ﵀-এর লিখিত 'আর-রিহলাতু ফি তালাবিল হাদিস' গ্রন্থটি। আর জীবনী ও ইলম অন্বেষণের আদবসংক্রান্ত গ্রন্থে এ ব্যাপারে যা লিখিত হয়েছে, তা অনেক বেশি; যা গণনা করা তো দূরের বিষয়, খতিয়ে দেখাও সম্ভব নয়।

যেহেতু ইলম অন্বেষণের জন্য সাধনা, সুবিন্যাস এবং কিছু নিয়মনীতির প্রয়োজন হয়, তাই ইলম অন্বেষণকারীকে এসব নিয়মনীতি শ্রবণের ব্যাপারে আগ্রহী হতে হবে। হয়তো আল্লাহ তাআলার সাহায্যের পর সে এগুলোর মাধ্যমে ইলম অর্জনে সাহায্যপ্রাপ্ত হবে।

আমি আমার কিতাবের ভূমিকায় সকল তালিবে ইলমের জন্য প্রয়োজন এমন কিছু বিষয় উল্লেখ করব; চাই এগুলো তাদের মুখস্থ করা, বোঝা অথবা পাঠ করার ব্যাপারে হোক না কেন। এরপর আমি আমার সামান্য পুঁজি অনুযায়ী পড়া, বোঝা এবং মুখস্থ করার বিষয়ে সহজে বিস্তারিত কিছু আলোকপাত করব। বাস্তবতা হলো আমি অন্যের কাছ থেকে শুনে থাকি, আমার কাছ থেকে অন্য কেউ শুনে না।

ইলম অন্বেষণকারীর জন্য আবশ্যকীয় কিছু বিষয় :

এর মাঝে কিছু আছে, যা ইলম অন্বেষণের যেকোনো পদ্ধতির জন্য প্রযোজ্য

প্রথম বিষয় : দুআ করা

সব সময় আল্লাহর কাছে দুআ করতে হবে। আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে এর মাধ্যমে বন্ধ জিনিস খুলে যাবে। এটি দূরের জিনিসকে নিকটবর্তী করে দেবে। ছড়িয়ে থাকা জিনিসকে জড়ো করে দেবে এবং কঠিন বিষয়কে সহজ করে দেবে।

দুআ ও দুআর মর্যাদার ব্যাপারে আলোচনা এমন একটি বিষয়, যার প্রতি আলিমগণ অনেক গুরুত্ব দিয়েছেন। এ ব্যাপারে তারা স্বতন্ত্র বহু পুস্তিকা রচনা করেছেন। বাস্তবতা হলো মানুষের মাঝে ইলম অন্বেষণকারী দুআর প্রতি সবচেয়ে বেশি মুখাপেক্ষী। উপকরণের সাথে সাথে বান্দা

আল্লাহর সামনে যতই মিনতি ও অনুনয়কারী হবে, তত বেশি সে তার দুআর ফল ও তাকে দেওয়া আল্লাহ তাআলার তাওফিক দেখতে পাবে, যা সে কখনো কল্পনাও করেনি।

দ্বিতীয় বিষয় : লক্ষ্য অর্জনে খালিস নিয়ত

গুণ বর্ণনাকারীর বর্ণনা বা প্রশংসাকারীর প্রশংসার অপেক্ষা করবেন না এবং কাউকে হতবাক করে দেওয়ারও অপেক্ষা করবেন না। যেকোনো ইবাদতের ক্ষেত্রে এটি হলো, সর্বপ্রথম ধ্বংস ও অবাধ্যতা। বিশেষ করে ব্যাপারটি যখন ইলম অন্বেষণের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়, তখন আরও ভয়াবহ হয়; কারণ, এটি এমন এক ইবাদত, যা শ্রবণকারী, পাঠকারী এবং যার কাছে আপনি পৌঁছিয়ে দিচ্ছেন, তার পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে। সুতরাং আপনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যেন হয় আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি।

এখানে এমন একটি বিষয় আছে, যাতে শয়তানের ভাগ রয়েছে। সেটি হলো কোনো কোনো ইলম অন্বেষণকারী যখন বারবার তার নিয়ত সংশোধন করে নেওয়ার পরও দেখে যে, নিয়ত পরিপূর্ণ সংশোধন হয় না, তখন তার ওপর শয়তান বিজয়ী হয়ে যায়। ফলে শয়তান তাকে ইলম অন্বেষণ ও এর জন্য চেষ্টা করতে বাধা প্রদান করে। আলিমগণ এটি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তালিবে ইলমের জন্য সবচেয়ে বড় শয়তানের কুমন্ত্রণা হলো এটি। সুতরাং তালিবে ইলমকে নিয়তকে একমাত্র আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ

করে নিতে হবে এবং এ ব্যাপারে সাধনা চালিয়ে যেতে হবে। আর যখনই শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দেবে, তখন তাকে অব্যাহতভাবে সাধনা চালিয়ে যেতে হবে। আর এটিও ইবাদত এবং আল্লাহর পথে এক ধরনের মুজাহাদা।

তৃতীয় বিষয় : গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা

পাপ দূষিত জিনিস। এটা প্রতিটি কল্যাণ অর্জনের পথে শক্ত প্রাচীরের ন্যায় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। আর একজন তালিবে ইলমকে গুনাহ পরিত্যাগ এবং তা থেকে দূরে থাকার ব্যাপারে সাধারণ মানুষের চেয়ে আরও বেশি সচেতন হতে হবে।

ইবনে মাসউদ ﷺ বলেন, 'আমি মনে করি মানুষের ইলম ভুলে যাওয়ার কারণ হলো, ভুলে (গুনাহে) লিপ্ত হওয়া।'[১]

আলি বিন খাশরাম ﷺ বলেন, 'আমি ওয়াকি বিন জাররাহ-এর হাতে কোনো কিতাব দেখলাম না; অথচ তিনি আমাদের চেয়ে বেশি বিষয় মুখস্থ করতেন। এতে আমি বিস্মিত হলাম। আমি তাকে প্রশ্ন করে বললাম, "হে ওয়াকি, তুমি কোনো কিতাবও নিয়ে আসো না এবং সাদা জিনিসে (কাগজে) কালো কিছু লেখো না; অথচ আমাদের চেয়ে বেশি বিষয় মুখস্থ করো?!"' তখন ওয়াকি—আলির কানে চুপিসারে—বললেন, 'হে আলি, যদি আমি তোমাকে ভুলে

১. আল-জামি লি আখলাকির রাওয়ি ওয়া আদাবিস সামিয়ি : ২/৩১৪।

যাওয়ার চিকিৎসা বলে দিই, তাহলে কি তা আমল করবে?' আমি বললাম, 'আল্লাহর শপথ, অবশ্যই।' তিনি বললেন, 'গুনাহ ছেড়ে দেওয়া।' আল্লাহর শপথ, আমি মুখস্থের জন্য গুনাহ পরিত্যাগের চেয়ে অধিক উপকারী কোনো জিনিস দেখিনি।'[২]

এ কারণেই শাফিয়ি ﵀-এর কবিতায় উল্লেখ রয়েছে :[৩]

شكوت إلى وكيع سوء حفظي *** فأرشدني إلى ترك المعاصي

وقال اعلم بأن العلم نور *** ونور الله لا يؤتى لعاصي

'আমি ওয়াকি-এর নিকট আমার দুর্বল মুখস্থশক্তির ব্যাপারে অভিযোগ করলাম। তিনি আমাকে গুনাহ ছেড়ে দিতে নির্দেশ করলেন। আর তিনি বললেন, "মনে রেখো, ইলম হলো নুর। আর আল্লাহর নুর কোনো অবাধ্যকে দেওয়া হয় না।"'

---

২. সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৬/৩৮৪।

৩. এই কবিতাটি ইমাম শাফিয়ি ﵀-এর সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার ব্যাপারে কেউ কেউ সন্দেহ পোষণ করেছেন। তার কারণ হলো ইমাম শাফিয়ি ওয়াকি ﵀-এর ছাত্র ছিলেন না। এর উত্তরে বলা হয়, ইমাম শাফিয়ি ﵀ তার কিতাবুল উম্ম-এর কিতাবুস সদাকাতে ওয়াকি-এর ব্যাপারে আলোচনা করেছেন। আর এই কবিতাটি তো ইমাম শাফিয়ি ﵀-এর ব্যাপারেই প্রসিদ্ধ হয়েছে।

চতুর্থ বিষয় : আলিমদের জীবনী পাঠ করা

এটি অনেক উপকারী একটি বিষয়। সুতরাং আপনি ইলমের হাফিজ ও মুহাদ্দিসিন ও অন্যান্যদের জীবনীসংক্রান্ত গ্রন্থগুলো পাঠ করুন, তাহলে বিস্ময়কর অনেক কিছু দেখতে পাবেন। যদি সনদ ও সংবাদের ধারাবাহিকতা না থাকত, তাহলে অনেক বাস্তব বিষয়কেও অস্বীকার করা হতো। কারণ, মানুষ তাদের দৃঢ়তার শক্তি, বুঝের বিশালতা এবং রচিত গ্রন্থসমূহের সামনে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। জীবনীসংক্রান্ত গ্রন্থ অনেক। তবে এর মাঝে সবচেয়ে উপকারী কিছু গ্রন্থ হলো 'তাজকিরাতুল হুফফাজ' এবং 'সিয়ারু আলামিন নুবালা'। দুটিই ইমাম আজ-জাহাবি ﵀-এর রচিত গ্রন্থ। আর সকল মাজহাবের ইমামদের জীবনী নিয়ে রচিত গ্রন্থসমূহের কথা তো বলার অপেক্ষাই রাখে না।

যা-ই হোক, তালিবে ইলমের জন্য উচিত হলো, জীবনীসংক্রান্ত গ্রন্থ পাঠের জন্য নিজের কিছু সময় বরাদ্ধ রাখা; যেন পূর্ববর্তী মহা মনীষীদের জীবনী পাঠ করে তার হিম্মত শক্তিশালী হয় এবং তার দৃঢ়তা মজবুতি লাভ করে।

পঞ্চম বিষয় : ইলম অন্বেষণের আদবসংক্রান্ত কিছু গ্রন্থ পাঠ করা

এগুলো হলো সে সকল কিতাব, যা ইলম-অন্বেষীদের জন্য রচনা করা হয়েছে; যেন তালিবে ইলম ও ইলমের প্রাথমিক ছাত্র ইলমের মজলিশে উপস্থিত হয়ে কীভাবে ইলম অর্জন করবে, তা সম্পর্কে জানতে পারে। সে কীভাবে ইলমের শাইখদের সামনে উপস্থিত হবে, কীভাবে নিজের সমবয়সীদের সামনে উপস্থিত হবে এবং কীভাবে সে অজ্ঞদের ইলম শেখাবে? সে কীভাবে নিজের পরিবারের লোকদের সাথে আচরণ করবে এবং এ ধরনের আরও অনেক কিছু আছে। ইলম অন্বেষণসংক্রান্ত গ্রন্থগুলো মানুষের সামনে কল্যাণের অনেক দরজা উন্মোচিত করে দেয়।

এ রকম কিছু কিতাবের উদাহরণ হলো, 'আল-জামি লি আখলাকির রাওয়ি ওয়া আদাবিস সামিয়ি'—খতিব আল-বাগদাদি ﷺ-এর রচিত। তেমনই আরেকটি কিতাব হলো 'তাজকিরাতুস সামিয়ি ওয়াল মুতাকাল্লিম'—এটি ইবনে জামাআহ আল-কিনানি কর্তৃক রচিত। এ ব্যাপারে আরও অনেক গ্রন্থ রয়েছে।

ষষ্ঠ বিষয় : পাঠ করা, বোঝা এবং মুখস্থ করার ক্ষেত্রে স্বতন্ত্রতার অধিকারীদের মজলিশে বসা

এখানে এই বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যে, আপনি ইলম অন্বেষণের ব্যাপারে যার মাঝে আগ্রহ দেখবেন, তার সাথে বসবেন; কারণ, আপনার সাথিরা সকলে বরাবর নয়। ইলম মুখস্থ করা, বোঝা এবং পাঠ করার ক্ষেত্রে তাদের মাঝে স্বতন্ত্রতা রয়েছে। ইবাদত ও আচরণেও রয়েছে ব্যবধান। সুতরাং তাকে আঁকড়ে থাকার ব্যাপারে আগ্রহী হোন, যে আপনাকে ইলম, চরিত্র ও হিম্মতের আধিক্যের ক্ষেত্রে উপকৃত করতে পারবে।

সপ্তম বিষয় : নফসের মুজাহাদা করা এবং নিরাশ না হওয়া

প্রাথমিক অনেক শিক্ষার্থী প্রথম যাত্রায়ই আত্মসমর্পণ করে বসে! দেখা যায়, তারা একটি মূল বিষয় মুখস্থ করতে অক্ষম হয়ে পড়েছে; ফলে আত্মসমর্পণ করেছে এবং নিরাশ হয়ে গেছে। অথবা কোনো কিতাব পড়া পূর্ণ করতে অক্ষম হয়ে গেছে; ফলে দুর্বল হয়ে পড়েছে। অথবা কোনো একটি ক্লাস বুঝতে অক্ষম হয়ে গেছে; অথচ সে ক্লাসেই ছিল; ফলে সে তা থেকে সরে গেছে এবং উদাসীন হয়ে গেছে!

নিঃসন্দেহে এমন বিষয় একজন তালিবে ইলমের ক্ষেত্রে কখনোই কাম্য নয়। সুতরাং আপনি নিজের নফসের সাথে সাধনা করতে থাকবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

'আর যারা আমার পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়, তাদেরকে আমি অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করব।'[৪]

আল্লাহ তাআলা যখন দেখবেন যে, আপনি ধৈর্য ও অবিচলতার জন্য নিজের নফসের সাথে মুজাহাদা করছেন, তখন আপনি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এমন জিনিসের মাধ্যমে সুসংবাদ গ্রহণ করুন, যা আপনাকে আনন্দিত করবে।

রাসুল ﷺ বলেন :

إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ، وَإِنَّمَا الْحِلْمُ بِالتَّحَلُّمِ، مَنْ يَتَحَرَّى الْخَيْرَ يُعْطَهُ، وَمَنْ يَتَّقِ الشَّرَّ يُوقَهُ،

'নিশ্চয় ইলম আসে জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে। আর হিলম আসে সহনশীলতার মাধ্যমে। আর যে কল্যাণের অনুসন্ধান করে, তাকে তা প্রদান করা হয় এবং যে অকল্যাণের ব্যাপারে সতর্ক থাকে, তাকে বাঁচিয়ে দেওয়া হয়।'[৫]

জনৈক বৃদ্ধ লোক আমাকে সংবাদ দিল, মক্কার হারামে একজন লোক হিজরত করে এসেছিল। তার জিহ্বায় জড়তা ছিল। লোকটি বলল, 'যখন সে কুরআন তিলাওয়াত

---

৪. সুরা আল-আনকাবুত, ২৯ : ৬৯।

৫. আল-মুজামুল আওসাত : ২৬৬৩, সহিহুল জামিয়িস সগির : ২৩২৮।

করত, তখন আরবি হরফ উচ্চারণে জিহ্বার নড়াচড়া ঠিক করার জন্য উচ্চ আওয়াজে তিলাওয়াত করত।' লোকটি আরও বলল, 'তার জড়তাপূর্ণ উচ্চ আওয়াজে আমরা কষ্ট পেতাম। এরপর একসময় আমরা সে যখন তিলাওয়াত করে, তখন তার তিলাওয়াত শোনার জন্য উৎসুক হয়ে পড়ি।'

শিক্ষা : মানুষ যখন নফসের সাথে মুজাহাদা করে এবং আত্মসমর্পণ না করে, তখন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বিজয় ও সহজতা দেখতে পায়।

অষ্টম বিষয় : উপদেশ গ্রহণ এবং নিজের পরিচিত ও সমবয়সীদের প্রতি লক্ষ করা

আপনি আপনার পরিচিত বা আশপাশের তালিবে ইলমদের দিকে লক্ষ করলে এমন কিছু ইলমপিপাসুকে দেখবেন, যারা বয়সে আপনার চেয়ে ছোট; কিন্তু আপনার তুলনায় অনেক বেশি ইলম অর্জন করেছে। আপনি এখানে এমন অনেককে পাবেন, যাদের কাছে ইলম অর্জনে প্রয়োজনীয় অনেক উপকরণও নেই; কিন্তু আপনার কাছে সেগুলো পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে, তবুও তারা ইলমের দিক দিয়ে আপনার চেয়ে বেশি কিছু অর্জন করেছে। এই তুলনা ও পার্থক্য আপনাকে তাদের মতো হতে বা তাদের চেয়ে উত্তম হতে উদ্বুদ্ধ করবে। আপনি যখন নিজের সাথিদের দিকে তাকাবেন, তখন অনেক পার্থক্য দেখতে পাবেন।

যে আপনার থেকে সম্পদে কম এবং যার আসবাবও পর্যাপ্ত পরিমাণ নেই, তার প্রতি লক্ষ করুন। যখন এদের থেকে এমন কাউকে পাবেন, যে ইলমের দিক দিয়ে আপনাকে ছাড়িয়ে গেছে, তখন অবশ্যই তাকে দেখে আপনার হিম্মত শক্তিশালী হবে এবং আপনি তখন তার প্রতি ঈর্ষা করবেন, হিংসা নয়।

নবম বিষয় : সময়ের বিন্যাস

সময়ের বিন্যাস এবং নিজের প্রতিটি মুহূর্তের ব্যাপারে যত্নশীল হওয়ার চেষ্টা করা ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম। তালিবে ইলমকে সময়ের ব্যাপারে মানুষের মাঝে সবচেয়ে কৃপণ হতে হবে; যেন তার কোনো সময় অনর্থক নষ্ট না হয়ে যায়। আর ইলমের প্রচার ও মানুষের উপকারের ক্ষেত্রে তাকে সর্বাধিক উদার হতে হবে। সুতরাং আপনি নিজের সময়ের প্রতি খেয়াল করুন। ইলম অন্বেষণ ব্যতীত আপনার কত সময় যে নষ্ট হয়ে যায়! বিশেষ করে যে যুবক ইলম অন্বেষণে আগ্রহী, তার ক্ষেত্রে তো বিষয়টি আরও ভয়াবহ!

জনৈক সালাফ বলেন, 'যেদিন আমার এমতাবস্থায় অতিবাহিত হয় যে, তাতে আমার ইলমের কোনো বৃদ্ধি ঘটেনি, সেদিনে আমার জন্য কোনো বরকত থাকে না।'

আমির বিন কাইসের ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, জনৈক লোক তাকে বলল, 'আমার সাথে (কিছুক্ষণ) কথা বলুন।'

তিনি তাকে বললেন, 'সূর্যকে আটকিয়ে রাখো (তবেই আমি তোমার সাথে কথা বলব)।'[৬]

ইবনুল জাওজি ﷺ-এর সাথে এমন কিছু লোক সাক্ষাৎ করত, যাদের সাক্ষাতে সময় নষ্ট করা ছাড়া কোনো ফায়দা ছিল না। তিনি তাঁর এ অবস্থার বর্ণনা দিয়ে বলেন :

'আমি তাদের সাক্ষাতের সময়ে এমন কিছু কাজ তৈরি করে রাখতাম, যা তাদের সাথে কথা বলা থেকে আমাকে বারণ করত; যেন আমার সময়গুলো অনর্থক কেটে না যায়। সুতরাং তাদের সাক্ষাতের সময়ে আমি কাগজ কাটা, কলম ধার করা এবং নোটবুকগুলো গুছানোর কাজ করতে থাকতাম। কারণ, এসব কাজের জন্য তেমন কোনো মনোযোগ ও চিন্তা-ফিকিরের প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং তাদের সাক্ষাতের সময়ের জন্য আমি এগুলো গুছিয়ে রাখতাম; যেন আমার কোনো একটি সময়ও বিনষ্ট না হয়।'[৭]

সকল প্রশংসা আল্লাহরই জন্য। আমাদের হাতে তো অনেক সময় অবসর থাকে! সুতরাং এ সময়গুলোকে আমাদের কাজে লাগানোর জন্য এমনভাবে বিন্যাস করতে হবে; যেন তা অযথা না কাটে। কিছু লোক সময়ের মাঝে বরকত পায় না। এমন লোকদের বলব, বরকত আছে; কিন্তু নিজেদের অবাধ্যতা ও বিশৃঙ্খলা তা ঢেকে দেয়। যদি

---

৬. সাইদুল খাতির : ২০ পৃ.।
৭. সাইদুল খাতির : ২২৮ পৃ.।

আমরা আমাদের শাইখদের প্রতি লক্ষ করি, তাহলে দেখব যে, তাদের অনেক ব্যস্ততা সত্ত্বেও সময়ের হিফাজতে কত সুন্দর রুটিন ছিল তাদের! কারণ, তারা প্রত্যেকের হক এবং প্রত্যেক প্রাপকের পাপ্য দিয়ে দিতেন যথাসময়ে প্রথমত আল্লাহ তাআলার তাওফিকে এবং দ্বিতীয়ত সময়ের ব্যাপারে যত্নশীলতার মাধ্যমে।

দশম বিষয় : নিজের মুখস্থকৃত, উপলব্ধ বা পঠিত বিষয়ের তাকরার (পুনরাবৃত্তি) করা

তালিবে ইলমের জন্য এমনটি করা আবশ্যক। কারণ, এর মাধ্যমে বিষয়টি জেহেনে দৃঢ়ভাবে গেঁথে যায়।

পবিত্র কুরআনের জ্ঞানের অধিকারী জনৈক আলিম বলেন, 'যে দ্রুত মুখস্থ করে, সে দ্রুত ভুলে যায়। আর যে অন্তত পাঁচ বার পড়ে পাঠ শেষ করে, সে তার পাঠ (সহজে) ভুলে না।'

সুতরাং যখন কোনো তথ্যের মাধ্যমে উপকৃত হওয়ার ইচ্ছা করা হবে, তখন তা বারবার আলোচনা, পুনরাবৃত্তি এবং তার ব্যাপারে অন্যকে অবহিত করা হলো, তা দৃঢ়ভাবে জেহেনে বসে যাওয়া ও স্থায়ী হওয়ার মাধ্যমসমূহ থেকে কিছু মাধ্যম।

এখানে নবিজি ﷺ থেকে বর্ণিত একটি সুন্দর বিষয়ও তুলে ধরতে হয় যে, তিনি বলেন :

وَإِذَا قَامَ صَاحِبُ الْقُرْآنِ فَقَرَأَهُ بِاللَّيْلِ، وَالنَّهَارِ ذَكَرَهُ، وَإِذَا لَمْ يَقُمْ بِهِ نَسِيَهُ

'কুরআনের হাফিজ যদি দিবা-রাত্রি নামাজে দাঁড়িয়ে তা তিলাওয়াত করে, তাহলে সে তা স্মরণে রাখে; অন্যথায় সে তা ভুলে যায়।'[৮]

বর্ণিত আছে যে, ইবনে উমর ﵄ সুরা আল-বাকারা মুখস্থে কয়েক বছর কাটিয়ে দিয়েছেন।[৯]

এগারোতম বিষয় : ইলমের প্রসার

আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জনের নিয়তে আপনি যা শুনেছেন, যা পড়েছেন এবং যা বুঝেছেন, তা প্রসার করবেন। এরপর নিয়ত রাখবেন, ইলমের দৃঢ়তা এবং মানুষের উপকার করার। লক্ষ করুন, যখন আপনি একটি ফায়দাজনক কথা শুনলেন, তারপর জাইদ বা আমর অথবা আপনার পরিবার বা প্রিয়জনদের কাউকে তা শুনিয়ে দিলেন, তখন আপনি অনেক ফায়দার অধিকারী হলেন। কিছু ফায়দা :

— ইলমের প্রসার

---

৮. সহিহু মুসলিম : ৭৮৯, সহিহু মুসলিম বি শারহিন নববি : ৬/৭৬।

৯. শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ﵀ 'মুকাদ্দামা ফি উসুলিত তাফসির'-এ ইমাম মালিক ﵀ থেকে এটি নকল করেন।

— উপকারের পরিধি বৃদ্ধি পাওয়া।

— সব সময় আপনার সাওয়াব পেতে থাকা। বরং ফায়দা গ্রহণ করতে চেয়েছে এমন প্রত্যেকের অথবা আপনার জীবদ্দশায় বা আপনার মৃত্যুর পর যার কাছেই তা পৌঁছবে, আপনি তাদের সমপরিমাণ সাওয়াব পাবেন। আর এতে তাদের প্রতিদানের কোনো অংশই কমে যাবে না।

বারোতম বিষয় : যখনই কোনো ইলম বৃদ্ধি পাবে, তখনই আল্লাহর শোকর আদায় করা এবং বেশি বেশি আল্লাহর প্রশংসা করা

আবু কিলাবাহ ﵀ বলেন, 'যখন আল্লাহ তাআলা তোমাকে নতুন কোনো ইলম দান করবেন, তখন তাঁর জন্য নতুন একটি ইবাদত করবে। আর ইলম নিয়ে যেন শুধু মানুষের সামনে আলোচনাই তোমার প্রত্যাশা না হয়।'[১০]

এতে আল্লাহ যে আপনার ওপর অনুগ্রহ করেছেন, তার স্বীকারোক্তি রয়েছে। যখনই আল্লাহ তাআলা আপনাকে ইলম বা অনুগ্রহ বাড়িয়ে দেবেন, তখনই তাঁর শোকর আদায় করুন এবং তাঁর প্রশংসা করুন। কারণ, এর মাধ্যমে নিয়ামত আরও বৃদ্ধি পাবে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

لَئِن شَكَرۡتُمۡ لَأَزِيدَنَّكُمۡ

---

১০. ইকতাজাউল ইলমিল আমল : ৩৪-৩৫ পৃ.।

'যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদের জন্য (আমার নিয়ামত) বৃদ্ধি করে দেবো।'[১১]

তেরোতম বিষয় : নেতৃত্ব তালাশ করার ব্যাপারে সাবধান থাকা

নেতৃত্ব তালাশ করা তালিবে ইলমের জন্য সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক ও কাঁটাযুক্ত বিষয়; সুতরাং আপনি কখন নেতৃত্বের আসনে বসবেন, এই অপেক্ষা করবেন না। বরং আপনি শুধু ইলম অর্জন করুন। আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহের পর ইলম অর্জন আপনাকে অনেক কল্যাণের দিকে ধাবিত করবে এবং আপনার কাছ থেকে অনেক অকল্যাণ দূর করে দেবে।

আর যদি কারও ইলম অর্জনের উদ্দেশ্য হয়, কখন নেতৃত্ব গ্রহণ করবে, কখন নেতা হবে এবং কখন শাইখের পদ গ্রহণ করবে, তাহলে নিশ্চিত এখানে তার নিয়তে ভেজাল রয়েছে। সুতরাং সতর্ক থাকতে হবে, পরিপূর্ণ সতর্ক!

---

১১. সুরা ইবরাহিম, ১৪ : ৭।

চোদ্দোতম বিষয় : অনুগ্রহ তার মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া

সকল অনুগ্রহ একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য :

قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ

'বলুন, "নিশ্চয় অনুগ্রহ আল্লাহর হাতে; তিনি যাকে চান, তাকে দান করেন।"'[১২]

এ ব্যাপারে কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু কথা হলো, কে আপনাকে একটি ইলম শিক্ষা দিয়েছেন এবং কে আপনাকে একটি ফায়দা শিক্ষা দিয়েছেন এবং আপনাকে আপনার অজানা একটি বিষয় শিখিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং অনুগ্রহ তাঁর দিকেই ফিরে যাবে।

আলিমগণ বলেন, 'ইলমে বরকত হওয়ার একটি মাধ্যম হলো, আপনি অনুগ্রহকে তার উপযুক্ত সত্তার কাছে ফিরিয়ে দেবেন।'

إذا أفادك إنسان بفائدة ** من العلوم فأدمن شكره أبدا

وقل فلان جزاه الله صالحة ** أفادنيها وألق الكبر والحسدا

'যখন আপনাকে কোনো মানুষ কোনো ইলমের মাধ্যমে উপকৃত করে, তখন সব সময় আপনি তার শোকর আদায় করুন এবং বলুন, "আল্লাহ অমুককে নেক প্রতিদান দান

১২. সুরা আলি ইমরান, ৩ : ৭৩।

করুন! সে আমাকে উপকৃত করেছে।" আর অহংকার ও হিংসাকে ফেলে দিন।'

অনেক মানুষ অনুগ্রহকে তার মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে দুর্বল। বিশেষ করে যখন উপকারকারী তার সমবয়সী কেউ হয়। নিঃসন্দেহে এটা শয়তানের ধোঁকাসমূহ থেকে একটা। সুতরাং অনুগ্রহ তার মালিকের কাছে ফিরিয়ে দিন এবং আপনি আনন্দিত হবেন এমন জিনিসে আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ গ্রহণ করুন।

পনেরোতম বিষয় : বিজ্ঞ শাইখদের থেকে ফায়দা গ্রহণ করা এবং তাদের দরসের ব্যাপারে শিথিলতা না করা

এটি অনেক বড় একটি বিষয়। বরং এটি ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে একটি নীতি। আলিমদের থেকে ফায়দা গ্রহণ শুধু তাদের ইলমের মাঝেই সীমাবদ্ধ রাখা যাবে না। বরং তাদের আচরণ এবং অন্যদের সাথে তাদের উত্তম ব্যবহারের বিষয়টিও খেয়াল রাখতে হবে।

সর্বশেষ বিষয় : বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করা

এ ব্যাপারে অনেক তালিবে ইলম অবহেলা করে। তিলাওয়াত এমন একটি ইবাদত, যা মানুষের হৃদয়ে আল্লাহর ভালোবাসা বৃদ্ধি করে এবং তাঁর ভয় বৃদ্ধি করার সাথে সাথে ইলম অন্বেষণের আগ্রহও বাড়িয়ে দেয়।

ইমাম ইবরাহিম আল-মাকদিসি তার ছাত্র আব্বাস বিন আব্দুদ দায়িম ﷺ-কে যে উপদেশ দিয়েছিলেন, আমি এখানে হুবহু তা তুলে ধরছি। ইবরাহিম আব্বাসকে বলেন :

'বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করো এবং তা ছেড়ে দিয়ো না। কারণ, তা পাঠ অনুযায়ী তোমার কাঙ্ক্ষিত বিষয় সহজ হবে।'

আব্বাস ﷺ বলেন :

'আমি বিষয়টি দেখেছি এবং নিজে অনেকবার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। আমি যখন অনেক তিলাওয়াত করতাম, তখন আমার জন্য অনেক হাদিস শ্রবণ ও লেখা সহজ হতো। আর যখন তিলাওয়াত করতাম না, তখন তা এত সহজ হতো না।'[১৩]

হে প্রিয় তালিবে ইলম, আপনার জন্যও এই বিষয়টি গুরুত্ব দেওয়া উচিত। নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী কুরআন তিলাওয়াতে সর্বোচ্চ সাধনা করা উচিত। এতেই রয়েছে ইলম অর্জনের জন্য অত্যধিক শক্তি ও দৃঢ় সংকল্প। আর এর ফলেই তিলাওয়াতের প্রতি ভালোবাসা এবং প্রতিদান অর্জনের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। আর বেশি বেশি তিলাওয়াতের ফলেই আপনি এমন অনেক আয়াত পাবেন, যার অর্থ উপলব্ধি করা আপনার কাছে প্রয়োজন মনে হবে।

---

১৩. জাইলু তাবাকাতিল হানাবিলা : ২/৮৭।

অনেক সময় আপনি এমন অনেক শব্দ পাঠ করে যাবেন, যা আপনার কাছে অস্পষ্ট মনে হবে; ফলে আপনার মাঝে তার অর্থ জানার আগ্রহ দেখা দেবে। আবার অনেক সময় আকিদা, ফিকহ, উসুল, ভাষা, চরিত্র ও আত্মশুদ্ধিসংক্রান্ত অনেক বিষয় আপনার সামনে আসবে; ফলে কুরআন আপনার সামনে সকল কল্যাণের দ্বার উন্মোচন করে দেবে। বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত ও তাকে কাজে লাগানোর মাধ্যমে তালিবে ইলমের মাঝে দৃঢ় সংকল্প ফিরে আসবে।
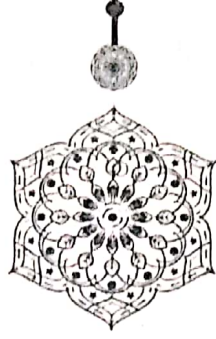
কীভাবে মুখস্থ করবেন?

এখানের অনেক পয়েন্ট পেছনে গত হয়েছে। এই বিষয়গুলো মুখস্থ করা, বোঝা, পাঠ করা এবং অন্যের কাছে পৌঁছানো ইত্যাদি সবক্ষেত্রেই সমান।

আমি এখানে এর কিছু সহায়ক ও সাহায্যকারী বিষয় উল্লেখ করব। এগুলো হলো পাঠ ও অভিজ্ঞতার সারাংশ। অন্যথায় বক্তা শ্রোতাদের তুলনায় এসবের প্রতি বেশি মুখাপেক্ষী :

১. উপযুক্ত সময় নির্বাচন করা

অনেক সময় মানুষের জেহেন বিভিন্ন শারীরিক ও মানসিক চাপে থাকে। এই সময় সে মুখস্থ করতে চায়; কিন্তু সক্ষম হয় না। ফলে সে ভেঙে পড়ে। এর কারণ হলো, উপযুক্ত সময় নির্বাচন না করা। এ কারণেই আল্লাহ তাআলার তাওফিকের পর সহজে মুখস্থ করার একটি মাধ্যম হলো,

আপনার উপযুক্ত সময় নির্বাচন। আর সময়টি হবে আপনার জেহেনকে সকল অভ্যন্তরীণ ও মানসিক চাপ থেকে মুক্ত রাখার মাধ্যমে। বিষয়টি এদিকে খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন, একজন লোক যখন ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত বা ঘুমের চাপে থাকে, তখন সালাতে বিনয়ী হতে পারে না।

এ কারণেই যার মুখস্থ করার ইচ্ছা, তাকে উপযুক্ত সময় নির্বাচন করতে হবে। তাকে শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে। অন্য কোনো বিষয়ে ব্যস্ত হওয়া বা রাগান্বিত হওয়া অথবা খুব চিন্তিত অবস্থায় মুখস্থ করা যাবে না।

এটি পরীক্ষিত একটি বিষয়; এ কারণেই অনেককে দেখবেন, সামান্য সময়ে অনেক কিছু মুখস্থ করতে পারে। আবার অনেক মানুষ বিশাল সময় ব্যয় করে সামান্য কিছুই মুখস্থ করতে পারে। আপনি যদি তুলনা করেন এবং পার্থক্য দেখেন, তাহলে বুঝতে পারবেন যে, এখানে আল্লাহ তাআলার তাওফিকের পর মূল কারণ হলো, উপযুক্ত সময় নির্বাচন। মুখস্থের বিষয়টি সহজ করার জন্য এটি হলো, সবচেয়ে উপকারী একটি মাধ্যম।

২. উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করা

এ ব্যাপারে তালিবে ইলমদের ভিন্নতা রয়েছে। তাদের কেউ কেউ বলেন, আমি ঘরের তুলনায় মসজিদে বেশি মুখস্থ করতে পারি। আবার কেউ কেউ বলেন, আমি

মসজিদের তুলনায় ঘরে বেশি মুখস্থ করতে পারি। এ ক্ষেত্রে নিয়ম হলো, আপনি নিজের জন্য উপযোগী এমন সময় ও স্থান নির্বাচন করবেন; চাই তা মসজিদ হোক বা ঘর অথবা সাধারণ পাঠাগার বা কোনো খামার হোক।

বাস্তবতা হলো, বিষয়টি প্রত্যেক তালিবে ইলম নিজের জন্য সবচেয়ে উপকারী যা, তা অনুযায়ী নির্ধারণ করবে।

৩. যে ব্যাখ্যাগ্রন্থ পাঠ করবে বা যা মুখস্থ করার ইচ্ছা, তা থেকে উপযুক্ত পরিমাণ নির্বাচন করা

কোনো কোনো তালিবে ইলম শুরুতেই দীর্ঘ মতন বা মূল পাঠ মুখস্থ করা শুরু করে দেয়; ফলে সে তা মুখস্থ করতে দুর্বল হয়ে পড়ে। তাই তার মাঝে এক ধরনের ক্লান্তি ও ঝিমুনি কাজ করে। আর এটি একসময় তাকে হতাশা ও ইলম শিক্ষা পরিত্যাগ পর্যন্ত ধাবিত করে। নিঃসন্দেহে এমনটি করা ভুল। আমাদের সালাফগণ বলেন :

'ইলম তার কিছু অংশ তোমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত দেবে না, যতক্ষণ না তুমি তোমার পুরো অংশ তাকে দাও।'

মুখস্থ করার ক্ষেত্রে আপনি উপযুক্ত পরিমাণ নির্বাচন করুন; যদিও তা খুব সহজ হয়। কিছু তালিবে ইলম আছে, বিশাল হিম্মত নিয়ে আসে। তারপর সে বিশাল মতন বা লম্বা ব্যাখ্যাগ্রন্থ পাঠ করা শুরু করে। যখন এত বিশাল অংশ মুখস্থ করে, তখন তার ভুলের পরিমাণ বেড়ে যায়।

হয়তো সে কোনো বাক্য ছেড়ে যায় বা এক বাক্যের স্থানে অন্য বাক্য বলে ফেলে অথবা ভাষা বা ব্যাকরণগত ভুল করে বসে। তেমনিভাবে যখন লম্বা ব্যাখ্যাগ্রন্থ পড়া শুরু করে, তখন পঠিত অধিকাংশ জিনিসই বোঝে না। অনেক সময় ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়। কিন্তু যদি সে ছোট কোনো অংশ মুখস্থ বা ছোট কোনো ব্যাখ্যাগ্রন্থ গ্রহণ করত এবং তা ভাগ করে নিত, তাহলে ব্যাপারটা তার জন্য সহজ হতো। ফলে সব সময় তা চালিয়ে যেতে পারত। এমনকি মুখস্থ ও অনুবাধন করাটা তার একটি আগ্রহের বিষয় হয়ে দাঁড়াত।

৪. উপযুক্ত পরিবেশে গ্রহণ করা

বর্তমানে এমন কিছু মানুষও আছে, যারা গাড়িতে চলার সময় মুখস্থ করার ইচ্ছা করে। অনেক সময় তাদের কেউ কিছু মুখস্থও করতে পারে। কিন্তু কিছু দিন পর তার এই মুখস্থতে দুর্বলতা দেখা দেয়। বস্তুত, তার উচিত ছিল উপযুক্ত সময়ে, উপযুক্ত স্থানে, উপযুক্ত পরিবেশে এবং উপযুক্ত পরিমাণে মুখস্থ করা।

তাদের কেউ কেউ বলে, 'চলাফেরা ও আসা-যাওয়ার পথে মুখস্থ করা মজলিশে বসে মুখস্থ করা অপেক্ষা উত্তম।' আমি কিছু ছাত্রকে চিনি, যারা বলে, 'আমাদেরকে আসা-যাওয়ার পথেই মুখস্থ করতে হয়।'

আবার কেউ কেউ বলে, 'হাঁটার সময় আমার বেশি মুখস্থ হয়।'

কারও কথা হলো, ‘আমি গভীর রাতে পড়া ছাড়া কুরআন মুখস্থ করতে পারি না। দিনের বেলা মুখস্থ করা আমার জন্য সহজ নয়।’

সুতরাং হে তালিবে ইলম, মুখস্থের ক্ষেত্রে আপনি জাইদ বা আমরকে অনুসরণ করবেন না। কেননা, জাইদের জন্য হয়তো বসা অবস্থাটা হিফজের উপযোগী পরিবেশ অথবা হাঁটা অবস্থা মুখস্থের উপযোগী। আপনি যদি তার অনুসরণের চেষ্টা করেন, তাহলে এটি আপনার জন্য সহজ হবে না।

যা-ই হোক, আপনাকে দেখতে হবে, আপনার উপযোগী সময় কোনটি।

শাফিয়ি ইমামদের কেউ কেউ বলেন :

‘উচ্চ আওয়াজে পাঠ মুখস্থের জন্য এবং নিম্ন আওয়াজে পাঠ বোঝার জন্য উপযোগী।’

এটি পরীক্ষিত একটি বিষয়; কারণ, মানুষ যদি মুখস্থের ইচ্ছা করে, তাহলে সে উচ্চ আওয়াজে পাঠ করলে তার জন্য অধিক উপকারী হবে। কিন্তু যদি দেখেন যে, এটি আপনার জন্য কোনো উপকার বয়ে আনবে না বা আপনার মুখস্থকে বিলম্বিত করবে, তাহলে আপনার জন্য সবচেয়ে উপযোগী যা, তা-ই আপনি গ্রহণ করুন। এ ব্যাপারে পেছনে আলোচনা করা হয়েছে।

৫. মুখস্থকৃত বিষয়টি ভাগ ভাগ করে নেওয়া

এ ব্যাপারে পেছনে আলোচনা করা হয়েছে। যদি মূল পাঠটি দীর্ঘ হয়ে যায়, তাহলে আপনি তা বিভিন্ন অংশে ভাগ করে নিন। এমনকি যদি মূল পাঠটি ছোটও হয়, তবুও আপনি তা আপনার মুখস্থের জন্য সহজ হয় এমনভাবে ভাগ করে নিন; যেন আপনার মুখস্থটা দৃঢ় ও স্থায়ী হয়। উদাহরণস্বরূপ আপনি ফিকহের কোনো মতন বা মূল পাঠ মুখস্থের ইচ্ছা করেছেন। আপনি দেখলেন যে, লেখক পবিত্রতার বিষয়টিকে চার লাইনে লিপিবদ্ধ করেছেন, আর সালাতের বিষয়টি লিপিবদ্ধ করেছেন দশ লাইনে। এখন আপনি আপনার মুখস্থের এই বিষয়গুলোকে ভাগ করে নিন। পবিত্রতার বিষয়ে লিখিত চার লাইন আপনার জন্য সহজ হবে। কিন্তু লেখক সালাতের বিষয়ে লিখেছেন দশ লাইন। আর এই দশ লাইন একবারে পরিপূর্ণ মুখস্থ করা আপনার জন্য কঠিন ব্যাপার হবে। সুতরাং আপনাকে এগুলো ভাগ ভাগ করে নিতে হবে। এমন কথা বলবেন না, আমি পুরো পরিচ্ছেদটি মুখস্থ করে ফেলব। কারণ, অনেক সময় আপনার জন্য এই পরিচ্ছেদটি মুখস্থ করা সহজ নাও হতে পারে, যেমনটি পূর্বে আপনার জন্য সহজ হয়েছিল। এখানে মূল কথা হলো, আপনি যদি মুখস্থের বিষয়টিকে ভাগ করে নেন, তাহলে এটি আপনার মাঝে বেশি দৃঢ় হবে। আপনি এমন কথা বলবেন না, আমি মুখস্থের ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ব। কারণ, মজবুতভাবে মুখস্থ করতে গিয়ে একটু দেরি হওয়া দুর্বলভাবে তাড়াতাড়ি মুখস্থ করা অপেক্ষা অবশ্যই উত্তম।

৬. যে কপি থেকে মুখস্থ করার ইচ্ছা, তা এক রাখার চেষ্টা করা

কারণ, নকশাগুলো জেহেনে গেঁথে যায়; বর্ণগুলোর নকশা, পৃষ্ঠার শুরু এবং পৃষ্ঠার শেষ এবং একই কপি থেকে বারবার পাঠ করার ফলে লেখাগুলো আপনার জেহেনে দৃঢ়ভাবে বসে যাবে। এমনকি মনে হবে, আপনি যখন মুখস্থ পাঠ করছেন, তখন যেন আপনি দেখে দেখেই পাঠ করছেন। কিন্তু যখন ভিন্ন ভিন্ন কপি থেকে মুখস্থ করবেন এবং বিশেষ করে যখন লাইন ও শব্দগুলোর বিন্যাসে ব্যতিক্রম দেখা দেবে, তখন আপনার মুখস্থের বিষয়টি মন্থর হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ কেউ যখন কুরআনের এমন কোনো পাণ্ডুলিপি থেকে মুখস্থ করবে, যার প্রতি পৃষ্ঠা একটি আয়াতের মাধ্যমে শেষ হয়েছে, সে যদি ভিন্ন কোনো পাণ্ডুলিপি থেকে মুখস্থ করে, তাহলে তা তার মুখস্থকে বিলম্বিত করবে। আর এটি পরীক্ষিত একটি বিষয়। সুতরাং কপি যদি একই কপি হয়, তাহলে মুখস্থ তত বেশি হবে এবং দৃঢ় ও মজবুত হবে।

৭. যে মূল পাঠটি মুখস্থ করা হবে, তা হরকত দিয়ে সাজিয়ে নেওয়া

হাফিজ ইবনুস সালাহ ﵀ বলেন :

'লেখায় নুকতার ব্যবহার অস্পষ্টতা থেকে বারণ করে এবং লেখাকে হরকতযুক্ত করলে তা কাঠিন্য বারণ করে।'[১৪]

---

১৪. মুকাদ্দামাতু ইবনিস সালাহ ফি উলুমিল হাদিস : ৮৯ পৃ.।

অর্থাৎ মতন মুখস্থের পূর্বে তা হরকত দিয়ে পড়ার চেষ্টা করুন। যদি মতন হরকতযুক্ত হয়, তাহলে আপনি সুন্দরভাবে তা মুখস্থ করতে পারবেন। কিন্তু যখন মতন হরকতযুক্ত হবে না, তখন ভাষায় দক্ষ কারও কাছে গিয়ে তা পাঠ করতে পারলে করে নিন; যেন শব্দের বিশুদ্ধ উচ্চারণের সাথে আপনার মুখস্থের বিষয়টি আত্মস্থ হয়।

এটি সবাই জানে যে, যে নিজেকে হরকত দিয়ে মতন মুখস্থ করায় অভ্যস্ত করে নিয়েছে এবং হরকত দিয়ে তা পড়েছে, সেই এ বিষয় আয়ত্তে দৃঢ় যোগ্যতা লাভ করেছে। পক্ষান্তরে ওই ব্যক্তির অবস্থা এর বিপরীত, যে উদাসীন হয়ে মতন মুখস্থ করে; ফলে কখনো পেশের জায়গায় জবর পড়ে এবং জবরের জায়গায় পেশ পড়ে। আর এভাবেই তার পড়ায় অনেক ভুল থেকে যায়।

বিষয়টি যেহেতু এমন; তাই হে তালিবে ইলম, মতনের প্রতিটি অংশে হরকত দিয়ে নিন। তিলাওয়াতের বিষয়টিও এমনই। যখন কেউ কোনো সুরা মুখস্থ করার ইচ্ছা করে; কিন্তু সে কোনো কারি বা সুন্দরভাবে তিলাওয়াত করতে পারে এমন কারও তিলাওয়াত শ্রবণ না করে, তাহলে সে অনেক কিছুই ভুলভাবে মুখস্থ করে বসবে। কিন্তু যদি সে হরকতগুলো সঠিকভাবে লাগিয়ে মুখস্থ করে, তাহলে এটি অবশ্যই তাকে জিহ্বার সঠিক উচ্চারণে থাকতে সাহায্য করবে এবং তাকে ভাষাগত যোগ্যতাও দান করবে।

৮. যেসব জিনিস কঠিন বা যা মুখস্থ রাখা কঠিন, তার জন্য বর্ণগত পরিভাষা বা নিয়ম বানিয়ে নেওয়া

অনেক সময় মতনে এমন কিছু শব্দ বা বাক্য থাকে, অধিকাংশ সময় তা মুখস্থ রাখতে গিয়ে ভুল হয়ে যায় বা মুখস্থের শুরু পর্যায়ে তা ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। আপনি সব সময় তা পাঠ করতে গিয়ে ভুলের শিকার হবেন। এটি প্রসিদ্ধ একটি বিষয়। আর এর সমাধানে আপনি নিজের মাথায় বিশেষ একটি নিয়ম মুখস্থ করে নিন।

আমি আপনার জন্য এমন কিছু উদাহরণ পেশ করছি, যা সকলেই মুখস্থ করে থাকে : যদি আমি আপনাদের কাউকে বলি যে, সংখ্যাবাচক আরবি হরফগুলো বলুন, যা নিয়ে আমরা আলোচনা করব। এখন যদি তার জেহেনে সংখ্যাবাচক আরবি হরফগুলো নির্ধারিত কোনো বাক্যে সাজানো না থাকে—চাই কবিতা আকারে হোক বা ছন্দ আকারে—তাহলে অধিকাংশ সময় হয়তো সে একই হরফ একাধিকবার পড়ে ফেলবে, না হয় কোনো হরফ ছেড়ে দেবে। কিন্তু যখন সে আরবদের কথা অনুযায়ী এভাবে মুখস্থ করে নেবে, তখন আর এই সমস্যা হবে না :

أبجد هوز....الخ

এভাবে সুন্দর মুখস্থ হয়ে যাবে।

আরেকটি উদাহরণ : যদি কাউকে জিজ্ঞেস করা হয়, 'ইদগামের হরফগুলো কী কী?' এখন যদি সে সবগুলো হরফ কোনো সুন্দর নিয়ম ছাড়া বলে দিতে চায়, তাহলে হয়তো বাড়িয়ে বলবে, না হয় কমিয়ে বলবে, অন্যথায় একই হরফ একাধিকবার বলবে; কিন্তু যদি সে সবগুলো হরফ একই শব্দে এভাবে বলে দেয় : (يَرْمَلُوْنَ), তাহলে কিস্‌সা খতম হয়ে যায়।

আরেকটি উদাহরণ : কিয়ামতের দিন হাশরের মাঠের কার্যক্রম বিষয়ে। সেখানে হাওজে কাওসার থাকবে, পুলসিরাত থাকবে এবং মিজান বা দাঁড়িপাল্লাও থাকবে। তো এখানে ধারাবাহিক কাজগুলো কীভাবে হবে, তা মুখস্থ রাখা আমার জন্য অনেক সময় কঠিন হয়ে যেত। আমি অনেক অনুসন্ধান ও জিজ্ঞাসার পর বুঝতে পারলাম যে, এ ব্যাপারে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মত হলো, হাওজে কাওসার হলো প্রথম, এরপর মিজান এবং তারপর পুলসিরাত। কিন্তু সমস্যা হলো কিছু দিন পর যখন আমি সঠিক মতটি বের করতে যাই, তখন আমার সামনে সব গুলিয়ে যায়। তাই আমি আমার মাথায় একটি শব্দ মুখস্থ করে রাখলাম : (حمص)।

অর্থাৎ ح - হাওজ; م - মিজান; ص - সিরাত। এ পদ্ধতিতে মনে রাখার কারণে আল্লাহর অনুগ্রহে আমি আর কখনো তা ভুলিনি।

আমি নিশ্চিত যে, আপনারা মরে যাবেন; কিন্তু কখনো তা ভুলে যাবেন না; কারণ, এটি আপনাদের মনে দৃঢ়ভাবে গেঁথে গেছে। আল্লাহ চাহে তো দীর্ঘ দিন কল্যাণের ওপর থাকার পরেও ভুলবেন না।

৯. নফসকে মুখস্থের ওপর অভ্যস্ত করে তোলা এবং তা থেকে বিচ্ছিন্ন না হওয়া

নফসকে যখন আপনি কোনো বিষয়ে অভ্যস্ত করে তুলবেন, তখন সে ওই বিষয়ের ওপর অভ্যস্ত হয়ে যাবে। কবি বলেন :

والنفس كالطفل إن تهمله شب على
حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم

'নফস হলো (দুধপানকারী) শিশুর মতো; যদি আপনি তাকে আপন অবস্থায় ছেড়ে দেন, তাহলে সে স্তন্যপানের ভালোবাসায় বড় হয়ে উঠবে। আর যদি তাকে দুধ ছাড়িয়ে দেন, তাহলে দুধ-ছাড়া হয়ে বেড়ে উঠবে।'

কবির চেয়ে শ্রেষ্ঠ কথা হলো আমাদের নবি ﷺ-এর কথা : (إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ،...) 'নিশ্চয় ইলম আসে জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে।...'[১৫]

এই হাদিসটি পেছনে গত হয়েছে। যখন আপনি নিজের মনকে কোনো একটি বিষয়ে অভ্যস্ত করে তুলবেন, তখন

১৫. আল-মুজামুল আওসাত : ২৬৬৩, সহিহুল জামিয়িস সগির : ২৩২৮।

সে ওই বিষয়টি পছন্দ করবে এবং তাতে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে।

জনৈক আলিম বলতেন, 'আমি প্রতিদিন মুখস্থ করতাম; যদিও একটি লাইন হতো। যেন আমি মুখস্থ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে না যাই।'

কারণ, নফসের মাঝে কিছু শক্তি আছে। যদি আপনি সেগুলোকে ফেলে রাখেন, তাহলে তা পরিত্যক্ত কূপের মতো হয়ে যাবে।

খলিল বিন আহমাদ আল-ফারাহিদি বলেন :

'প্রত্যেক ব্যক্তির জন্মগতভাবেই কাব্যিক যোগ্যতা রয়েছে। যদি সে তা কাজে লাগায়, তাহলে তা বিচ্ছুরিত হয়। আর যদি ছেড়ে দেয়, তাহলে তা ডুবে যায়।'

মুখস্থ, বোঝা এবং পড়ার বিষয়টিও তেমনই; যদি মনকে তাতে অভ্যস্ত করে তোলা হয়, তাহলে সে অভ্যস্ত হয়ে যায় এবং তার জন্য তা সহজ হয়ে যায়।

১০. মুখস্থকৃত বিষয়ের যত্ন নেওয়া এবং নিজের সাথে বা অন্যের সাথে তা বারবার আলোচনা করা

অনেক সময় মানুষ কোনো জিনিস মুখস্থ করে নিজে নিজে তা অবিচলভাবে ধরে রাখতে সক্ষম হয় না; বরং আল্লাহ তাআলার সাহায্যের পর তাকে তার কোনো ভাইয়ের

সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। আর এটি তার জন্য সবচেয়ে বেশি উপকারী প্রমাণিত হয়। অনেক সময় ইবনে আব্বাস ﷺ মুজাহিদ ﷺ-এর সাথে বের হতেন এবং বলতেন, 'হে মুজাহিদ, তুমি আমাকে পড়ে শোনাও আর আমিও তোমাকে পড়ে শোনাব।'

এর মাধ্যমে তাঁরা নিজেদের মুখস্থকৃত বিষয়টি জেহেনে ভালোভাবে গেঁথে নিতেন।

আপনি যখন এমন কোনো সাথি পাবেন, যে আপনার মুখস্থে সাহায্য করবে এবং আপনার সাথে বিশেষ কিছু গুণে সে একত্রিত হবে, তখন আল্লাহর অনুগ্রহের পর তার থেকে সাহায্য গ্রহণ করুন। আপনি তাকে পড়ে শুনান এবং সে আপনাকে পড়ে শুনাবে। আপনি তার সামনে তাকরার বা পুনরাবৃত্তি করুন এবং সে আপনার সামনে পুনরাবৃত্তি করবে। আর এর যে ফল বের হবে, তা আপনাকে আনন্দিত করবে।

আমি জনৈক তালিবে ইলমকে জানি, যে বলেছিল, 'যখন আমি কোনো বিষয় মুখস্থের ইচ্ছা করি, তখন আমার ভয়েস ক্যাসেটে তা রেকর্ড করি। এরপর আমি নিজ কানে তা দশবার শ্রবণ করি; ফলে আমার জেহেনে তা দৃঢ়ভাবে বসে যায়। এমনকি বহু সময় অতিবাহিত হলেও আমি তা ভুলি না।' এটি পরীক্ষিত একটি বিষয়।

যা-ই হোক, নিয়ম সেটিই, যা আমি বলেছি : অর্থাৎ একটি সিস্টেম আপনি নিজের জন্য সুবিধাজনক পাবেন এবং মন তা দ্রুত গ্রহণ করে নেবে, তাহলে এই পদ্ধতিটিই আপনি গ্রহণ করুন এবং এরচেয়ে উত্তম পদ্ধতি না পাওয়া পর্যন্ত তা ছেড়ে দেবেন না।

১১. মুখস্থকৃত বিষয়ের ওপর আমল করা

আবু আব্দুর রহমান আস-সুলামি ﵀ বলেন :

'যারা আমাদের কুরআন পাঠ করে শুনাতেন—যেমন উসমান বিন আফফান ﵁, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﵁ ও অন্যান্যরা—তাঁরা যখন নবিজি ﷺ থেকে দশটি আয়াত শিখতেন, তখন এরচেয়ে বেশি ততক্ষণ পর্যন্ত শিখতেন না, যতক্ষণ না এর মাঝে থাকা ইলম ও আমল অর্জন করতেন। তারা বলেন, "আমরা কুরআন, ইলম এবং আমল সবই শিখতাম।"'[১৬]

আপনি দেখেছেন কি যে, আমাদের কেউ কেউ আছে টয়লেটে প্রবেশ ও বের হওয়ার দুআ মুখস্থ বলতে পারে এবং মসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার দুআও বলতে পারে; কিন্তু আপনি যদি তাকে কাপড় পরিধান করা অথবা ঘরে প্রবেশ করা বা ঘর থেকে বের হওয়ার দুআ জিজ্ঞেস করেন, তাহলে অধিকাংশ সময়ই সে তা মুখস্থ বলতে পারবে না।

---

১৬. মুকাদ্দামাতুত তাফসির লি শাইখিল ইসলাম ইবনি তাইমিয়া : ৩৬ পৃ.।

যদিও মুখস্থ থাকে, তবে মাঝে মাঝে গুলিয়ে ফেলে। হয়তো কোনো বাক্য ছুটে যায় বা একই বাক্য বারংবার বলে। বস্তুত এর মূল কারণ হলো, আমল না করা। যদি সে এ দুআগুলো পাঠের আমলে নিজেকে অভ্যস্ত করে নিত, তাহলে তার জেহেনে তা দৃঢ়ভাবে বসে যেত।

আমি নিজেকে এবং আপনাকে খতিব আল-বাগদাদি ﵀-এর লিখিত 'ইকতিজাউল ইলমিল আমালু' গ্রন্থটি পাঠ করার ব্যাপারে উপদেশ দিচ্ছি। তিনি সেখানে অমূল্য কিছু বাণী তুলে ধরেছেন এবং ইলম অনুযায়ী আমলের ব্যাপারে সালাফের আগ্রহের বিষয়টি বর্ণনা করেছেন।

১২. কতিপয় আহলে ইলম এমন কিছু খাবার ও পানীয়ের কথা উল্লেখ করেছেন, যা মুখস্থের ক্ষেত্রে সাহায্যকারী হয়

তাদের কেউ কেউ বলেন, এটি পরীক্ষিত একটি বিষয়। মানুষ খাবারের ক্ষেত্রে সুন্নাতের অনুসরণ করবে এবং নিজের খাবারের এক-তৃতীয়াংশ খাদ্য, এক-তৃতীয়াংশ পানীয় এবং এক-তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য বাকি রাখবে এবং খাদ্যের যা কিছু তার আকল ও দেহের জন্য উপকারী, তা গ্রহণ করবে। এতে কিছু বিষয় একত্রিত হবে : তার একটি হলো, এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার ইবাদত ও তাঁর নৈকট্য অর্জন। আরেকটি হলো, রাসুল ﷺ-এর সুন্নাতের অনুসরণ। আর এটিই হবে তার আকল ও দেহের জন্য সবচেয়ে উপকারী। কারণ, শরিয়ত দেহ ও আকলের জন্য শুধু কল্যাণই নিয়ে আসে।

১৩. হাফিজদের জীবনীর দৃষ্টান্ত নিয়ে রচিত গ্রন্থগুলো পাঠ করা

জীবনী নিয়ে রচিত গ্রন্থ অনেক। কিন্তু বর্তমানে এমন কিছু গ্রন্থ রয়েছে, যেখানে লেখকগণ কতিপয় আলিম এবং হাফিজদের বিস্ময়কর মুখস্থশক্তির দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন।

শাইখ আব্দুল কাইয়ুম আস-সুহাইবানির একটি ছোট বই আমার হাতে এসে পৌঁছেছে। সেখানে সূক্ষ্ম কিছু উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে, যা পাঠকের মাঝে মুখস্থশক্তির ব্যাপারে প্রভাব সৃষ্টি করবে। তাকে দ্রুত মুখস্থের বিষয়টি বিস্মিত করবে। যদি বইটি সকলেই পাঠ করত, তাহলে সবাই ফায়দা গ্রহণ করতে পারত। সত্যি আহলে ইলমদের হিম্মত হলো বিশাল এবং তাদের দৃঢ় সংকল্পগুলো বিস্ময়কর!

আপনাদের সান্ত্বনার জন্য আমি আপনাদের সামনে মুখস্থ ও বিশাল সংকল্পের ব্যাপারে সূক্ষ্ম কিছু বিষয় উল্লেখ করছি :

উবাইদ বিন আব্দুল ওয়াহিদ বিন শারিক বলেন :

'আমি এমন একটি সভায় অংশগ্রহণ করলাম; যাতে মানুষের উপচে পড়া ভিড় ছিল। আমি আমার পিঠে চুলকানি ও নড়াচড়া অনুভব করলাম। যখন পেছনে ফিরতে চাইলাম, তখন এক লোক আমাকে বসিয়ে দিল। আমি বললাম, "আপনার কী হয়েছে?" তিনি বললেন, "আপনি বসুন! কারণ, আমি আপনার পিঠে পুরো মজলিশের আলোচনাটি

লিখে নিয়েছি। এখন আমার শেষ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।"'[১৭]

ইবনে আবি আসিম বলেন, 'যখন বসরায় আলাবির বিষয়টি ভয়ংকর পর্যায়ে পৌঁছেছে, তখন আমার গ্রন্থসমূহ সব নষ্ট হয়ে গেছে। সেগুলোর একটিও বাকি ছিল না। এরপর আমি নিজের স্মৃতি থেকে পঞ্চাশ হাজার হাদিস লিপিবদ্ধ করলাম। আমি তখন এক সবজি-বিক্রেতার কাছে যেতাম। আর তার বাতির আলোতে তা লিখতাম। এরপর চিন্তা করলাম যে, আমি তো বাতির মালিক থেকে অনুমতি নিইনি! অতঃপর আমি সাগরে গিয়ে গোসল সেরে আসলাম এবং পুনরায় তা লিপিবদ্ধ করলাম।'[১৮]

এই মুখস্থশক্তি কোনো অবসরতা থেকে আসে না; বরং আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহের পর বিশাল হিম্মত ও দৃঢ় সংকল্পের মাধ্যমেই তা আসে।

---

১৭. আদাবুল ইমলা ওয়াল ইসতিমলায়ি লিস সামআনি : ১৮৪ পৃ.।
১৮. সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৮/৫৭৭।

কীভাবে পড়বেন?

পড়তে পারা বিশেষ এক নিয়ামত এবং পড়তে পছন্দ করাও একটি নিয়ামত। কিন্তু এটি অনেক সময় কিছু মানুষের জন্য আজাব হয়ে দাঁড়ায়। কিছু লোক ডজন ডজন বই; বরং শত শত বই পড়ে। কিন্তু সে ভালো ও মন্দের মাঝে পার্থক্য করতে পারে না।

পাঠ কয়েক প্রকারের : ক্লাসের পাঠ, বিনোদনমূলক পাঠ এবং অনুসন্ধানমূলক পাঠ।

প্রথমটি হলো মূল উদ্দেশ্য। কারণ, মানুষ এটি খুব গভীরতা, চিন্তাভাবনা এবং বুঝের সাথে পাঠ করে। আর বিনোদনমূলক পাঠ মানসিক প্রশান্তি লাভের জন্য হয়ে থাকে। যেমন আমাদের সালাফগণ বলেন, 'তালিবে ইলমের কাছে বিনোদনমূলক কিছু থাকা উচিত। সুতরাং সে সাহিত্য ও কবিতার মতো বিনোদনমূলক বিষয়গুলো

পাঠ করবে। আর অনুসন্ধানমূলক পাঠ হলো দ্রুত পাঠ করা। যেন সংক্ষিপ্তাকারে কিতাবে থাকা বিষয় ও তার সারাংশ এবং লেখকের ব্যাপারে জানা যায়।

পেছনে যেসব বিষয়ে আলোচনা হয়েছে এবং মুখস্থের ক্ষেত্রে যেসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখতে হয়, পাঠের সময়ও হুবহু সেই বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ রাখতে হয়। আমি গুরুত্বের বিবেচনায় এখানে কিছু বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করছি :

১. উপযুক্ত সময় নির্বাচন করা

আপনি মুখস্থের জন্য যেমন সময় নির্ধারণ করে নিয়েছেন, পড়ার জন্যও সময় নির্ধারণ করে নিন। এই সময় অন্য কোনো কাজের ব্যস্ততা যেন না থাকে। আপনাকে যদি ব্যস্ততা অপারগ করে দিয়ে থাকে, তাহলে জেনে রাখুন, আপনার চেয়ে বেশি ব্যস্ত এমন অনেক মানুষ আপনার চেয়ে বেশি পাঠ করে। আর আল্লাহর তাওফিকের পর এর অন্যতম কারণ হলো, সময়ের বিন্যাস।

সুতরাং হে তালিবে ইলম, আমি আপনাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, আপনার কাছে যেন ইলম শিক্ষা করাই মূল সময় হয়। আর এ ছাড়া সবকিছু যেন প্রাসঙ্গিক হয়। যখন আপনি কোনো দরসে উপস্থিত হওয়া বা কোনো কিতাব পাঠ করা অথবা কোনো মতন মুখস্থের জন্য সময় নির্ধারণ করে নিয়েছেন, তখন যদি কেউ আপনাকে বলে, 'ওহে চলো, অমুক স্থানে যাই।' তাহলে তার কথায় এরূপ কোথাও

যাওয়ার জন্য দরস ত্যাগ করা যাবে না; বরং দরসের জন্য অন্যত্র যাওয়ার ইচ্ছা ত্যাগ করতে হবে। তবে যদি আবশ্যকীয় কোনো কাজ থাকে, তাহলে ভিন্ন কথা। আর আপনি নিজেই নিজের প্রয়োজনীয় বিষয়ের ব্যাপারে অন্যের চেয়ে ভালো জানেন।

২. উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করা

পাঠের জন্য এমন একটি স্থান নির্ধারণ করতে হবে, যা আপনাকে পড়া ও বোঝা ভিন্ন অন্য কোনো বিষয়ে ব্যস্ত করে দেবে না, এটি লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য খুবই জরুরি একটি বিষয়। কেননা, মানুষ তার সময় ও নিজেকে যতই অধ্যয়নের উপযোগী করে প্রস্তুত করবে, পঠিত বিষয়কে সে তত বেশি আয়ত্ত করে নিতে পারবে। কারণ, অনেক মানুষ দুই পৃষ্ঠা বা তিন পৃষ্ঠা অতিক্রম করে গেলেও মনে করে যে, সে কিছুই অর্জন করতে পারেনি। কারণ, তার সামনে তা গোলযোগ হয়ে আছে অথবা শুরুতেই তার বোঝার সমস্যা ছিল।

ওহে তালিবে ইলম, আপনি নিজের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচনের পর আমি আপনাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, এরপর আপনি এক পৃষ্ঠা বা দুই পৃষ্ঠা অথবা তিন পৃষ্ঠা পাঠ করুন। কয়েক অধ্যায় একসাথে পড়ে পুরো শেষ করে ফেলবেন না। বরং কয়েক পৃষ্ঠা পড়ে থেমে যাবেন এবং পেছনের পৃষ্ঠাগুলোর তথ্যসমূহ পর্যালোচনা করবেন। এরপর

নিজেকে বলুন, আমি এই এই বিষয়ে উপকৃত হয়েছি। তারপর সামনে বাড়ুন। আর এভাবেই আপনি জেহেনে পঠিত বিবিধ বিষয় জমা করতে পারবেন।

৩. বই পাঠে পরামর্শ

অনেক সময় হতে পারে আপনি নির্ধারিত একটি শাস্ত্রের কিতাব পাঠ করবেন; কিন্তু সে শাস্ত্রে আপনার পঠিত কিতাবের তুলনায় সংক্ষিপ্ত ও সহজ অনেক কিতাব আছে, যাতে মূলনীতিগুলো সুন্দরভাবে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সেটিতে ফায়দাও বেশি। কিন্তু আপনার চেয়ে অধিক জ্ঞাত এমন কারও সাথে পরামর্শ না করার কারণে আপনি তুলনামূলক জটিল কোনো বই পাঠে অনেক সময় ব্যয় করে ফেলবেন। এর ফলে খুব সামান্য ফায়দাই অর্জন করতে পারবেন।

উদাহরণস্বরূপ : আপনি হয়তো 'আল-আরবাউন আন-নাবাবিয়্যাহ' বা 'বুলুগুল মারাম' অথবা 'মিনহাজুস সালিকিন'-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ পাঠ করতে চান। এখন যদি ব্যাখ্যাতাদের নীতি-পদ্ধতি সম্পর্কে আপনার জানা না থাকে, তাহলে অবশ্যই আপনার বড় বড় শাইখদের, তারপর বড় তালিবে ইলমদের জিজ্ঞেস করবেন; যেন তারা আপনাকে আপনার উপযোগী একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ নির্বাচন করে দিতে পারেন। আর এভাবে আপনি সহজে বেশি বেশি ফায়দা অর্জন করতে পারবেন এবং বেশি বেশি পাঠ করতে পারবেন।

৪. সর্বোত্তম সংস্করণ নির্বাচন করা

কোনো কিতাব পাঠ করার আগে আপনি আপনার শাইখদের এবং তারপর বড় তালিবে ইলমদের সাথে উপযুক্ত সংস্করণ গ্রহণের ব্যাপারে পরামর্শ করুন। অনেক সময় একটি কিতাবের অনেকগুলো সংস্করণ থাকতে পারে এবং তা ভিন্নও হতে পারে। কিছু আছে নানান বিভ্রাট ও ভুলে ভরা। যখন কোনো তালিবে ইলম তার চেয়ে অভিজ্ঞ কারও সাথে এ ব্যাপারে পরামর্শ করে নেবে, তখন সে ভালো সংস্করণের বই নির্বাচন করে সহজে উপকৃত হতে পারবে। যদি পরামর্শ না করে, তাহলে তার বহু সময় নষ্ট হতে পারে। পরামর্শের ফলে তার এই সময় নষ্ট থেকে সে বেঁচে যাবে।

কিছু কিছু সংস্করণে জঘন্য অনেক ভুল ও উদাহরণ রয়েছে। তারপরও আপনি দেখবেন, কিছু ছাত্র পরামর্শ ছাড়াই এসব কিতাব পাঠ করে; ফলে ভুল তথ্য গ্রহণ করে।

এখানে আমি সুন্দর একটি বিষয় তুলে ধরছি। আমি ইমাম আজ-জাহাবি ﵀-এর 'মিজানুল ইতিদাল' কিতাবটি পাঠ করছিলাম। পাঠের একপর্যায়ে ইমাম আদ-দাওলাবি ﵀-এর জীবনী নিয়ে এই বাক্যটি পেলাম :

تكلموا فيه لما تبين من أمره الأخير

'তোমরা তার সর্বশেষ যে বিষয় প্রকাশিত হয়েছে, তা নিয়ে কথা বলো।'

এই বাক্যটি মূলত ইমাম আদ-দারাকুতনি দাওলাবির ব্যাপারে করা সাহামির প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন। এর অর্থ হলো, দাওলাবি সর্বশেষ একটি বিষয় অর্জন করেছেন। আমি সর্বশেষ সে বিষয়টি খুঁজতে থাকি যে, তা কি এলোমেলো কোনো বিষয়? না আকিদার কোনো বিষয়? ফলে আমি ইমাম আদ-দারাকুতনির 'সুওয়ালাতুস সাহামি' নামক কিতাবটি অধ্যয়ন করতে শুরু করলাম। সেখানে দেখলাম, উপরিউক্ত বাক্যটি এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে :

تكلموا فيه، ما تبين من أمره إلا خير

'তোমরা তাকে নিয়ে কথা বলো। কারণ, তার প্রতিটি বিষয়ই কল্যাণকর।'

মিজানুল ইতিদালের সংস্করণটির প্রতি লক্ষ করুন। এখানে (إِلَّا) কে (خَيْرٌ)-এর সাথে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে (الأَخِيْرُ) হয়ে গেছে। ফলে পুরো অর্থ সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। 'সুওয়ালাতুস সাহামি' গ্রন্থটি তা সংশোধন করে দিয়েছে। 'মিজানুল ইতিদাল'-এর এই সংস্করণে যা আছে, তা তার জন্য অপমানজনক।

সুতরাং হে তালিবে ইলম, পড়ার আগে পরামর্শ করে পঠিতব্য গ্রন্থের সর্বোত্তম সংস্করণ নির্বাচন করে নেবেন।

৫. সংক্ষিপ্ত বই দ্বারা পাঠ শুরু করা

অধ্যয়নে আগ্রহী নতুন অনেক যুবক শুরুতে খুব উদ্যমী ও দুঃসাহসী হয়ে থাকে। এটি প্রশংসনীয় একটি বিষয়। কিন্তু তারা আলিম ও বড় তালিবে ইলমদের সাথে পরামর্শ ছাড়াই কিতাব অধ্যয়ন শুরু করে। সময়ের তালে তালে একসময় তাদের মাঝে ক্লান্তি দেখা দেয় এবং দুর্বলতা তাদের ঘায়েল করে ফেলে। ফলে তারা এক ধরনের অলসতা অনুভব করে। আর এভাবে সে একসময় ইলমের পথ থেকেই ছিটকে পড়ে।

তাই তালিবে ইলমের জন্য এটি জানা জরুরি যে, ইলমের পথ অনেক দীর্ঘ। যে তা খুব দ্রুত অর্জন করতে চাইবে, সে তা দ্রুত বর্জন করবে।

৬. পঠিতব্য কিতাব সম্পর্কে যা কিছু লেখা হয়েছে, তা পাঠের ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়া

উদাহরণস্বরূপ আপনি যদি 'আল-আরবাউন আন-নাবাবিয়্যাহ'-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'শারহু ইবনি রজব ﷺ' পড়তে চান, অথবা 'বুলুগুল মারাম'-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ ইমাম সানআনি ﷺ-এর 'সুবুলুস সালাম' পাঠ করতে চান, তাহলে 'সুবুলুস সালাম'-এর ব্যাপারে আগে পাঠ করুন। লেখকের পদ্ধতি, পরিভাষা এবং সিস্টেম জেনে নিন। সাথে সাথে লেখকের জীবনীও পাঠ করুন। এ জাতীয় বিষয়গুলো আপনাকে লেখকের পদ্ধতির প্রতি ভালোবাসা, বুঝ এবং আয়ত্তের

বিষয়টি দান করবে। পড়া অবস্থায় আপনার পথ আলোকিত করবে। পক্ষান্তরে যখন আপনি বইয়ের লেখক বা তার পদ্ধতি ও পরিভাষার ব্যাপারে কিছুই না জেনে বইয়ের মূল পাঠ পড়বেন, তো অনেক সময় দেখা যাবে যে, কিতাবের মাঝখানে এমন একটি পরিভাষা আসবে—আপনি তার ভুল ব্যাখ্যা করবেন বা তাকে অন্য কোনো পরিভাষার ওপর অনুমান করবেন; ফলে এই অনুমান সঠিক হবে না।

উদাহরণস্বরূপ ইবনে হাজার ﷺ-এর কিতাব 'তাকরিবুত তাহজিব'-এ (ق)-এর সংকেত ইমাম সুয়ুতি ﷺ-এর কিতাব 'আল-জামিউস সগির'-এর (ق)-এর সংকেতের বিপরীত; 'তাকরিবুত তাহজিব'-এ (ق) দ্বারা ইশারা করা হয়েছে ইবনে মাজাহ আল-কাজবিনি ﷺ-এর দিকে; অথচ 'আল-জামিউস সগির'-এ এর মাধ্যমে তাদের কথা 'মুত্তাফাক আলাইহি' ইশারা করা হয়েছে।

'মুত্তাফাক আলাইহি' দ্বারা মাজদুদ্দিন ইবনে তাইমিয়া-এর 'মুনতাকাল আখবার'-এ উদ্দেশ্য করা হয়েছে : ইমাম আহমাদ, ইমাম বুখারি ও মুসলিমকে; অথচ অন্যদের কাছে 'মুত্তাফাক আলাইহি' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শুধু ইমাম বুখারি ও মুসলিম ﷺ।

সাংকেতিক অর্থের ভিন্নতা সম্পর্কে এই হলো কিছু উদাহরণ। সুতরাং ব্যাখ্যাতাদের পরিভাষা ও মানহাজ কীভাবে তাদের বিধানের ক্ষেত্রে এক হতে পারে?

৭. সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাগ্রন্থ গ্রহণ করা

আপনি যা পাঠ করবেন, তা যদি কোনো ব্যাখ্যাগ্রন্থ হয়ে থাকে, যার মূল গ্রন্থের একাধিক ব্যাখ্যাগ্রন্থ রয়েছে, তখন আপনাকে সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাগ্রন্থটি গ্রহণ করতে হবে। সুতরাং এ বিষয়ে সর্বাধিক আসান ব্যাখ্যাগ্রন্থ নির্বাচনে আপনাকে আপনার বড় বড় উসতাজ ও বড় তালিবে ইলমদের সাথে পরামর্শ করতে হবে।

আমি নিজেকে এবং তালিবে ইলমকে সংক্ষিপ্ত কিতাব পাঠ করার উপদেশ দিচ্ছি; চাই তা মূল পাঠ হোক বা ব্যাখ্যাগ্রন্থ হোক। আপনি দেখবেন যে, এতে মূল পাঠ এবং সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাগ্রন্থ থেকে অধিক ফায়দা লাভ করা যাবে।

উদাহরণস্বরূপ আপনি যদি 'কিতাবুত তাওহিদ' পাঠ করতে চান, তাহলে দেখবেন, এর অনেক ব্যাখ্যাগ্রন্থ ও হাশিয়াগ্রন্থ রয়েছে। যেমন : 'ফাতহুল মাজিদ' ও 'তাইসিরুল আজিজিল হামিদ' ইত্যাদি। তেমনিভাবে পূর্বের চেয়ে আরও সংক্ষিপ্ত হাশিয়াগ্রন্থ রয়েছে। আপনি যদি শাইখ ইবনুল কাসিমের হাশিয়াগ্রন্থ দিয়ে শুরু করেন, এরপর সামনে অগ্রসর হন এবং ব্যাখ্যাগ্রন্থের ক্ষেত্রে প্রশস্ততা গ্রহণ করেন, তাহলে প্রথমে 'আল-আসগার' এবং তারপর 'আল-আকবার' পাঠ করবেন। এটি আপনার জেহেনে আরও বেশি ফায়দা অর্জনের কারণ হবে।

৮. পাঠ বণ্টন

যখন পঠিতব্য কিতাবটি নির্ধারিত কোনো বিষয়ের ব্যাপারে হবে, তখন চেষ্টা করবেন লাইন বা নির্ধারিত স্থান পর্যন্ত তা ভাগ ভাগ করে নিতে।

উদাহরণস্বরূপ কিতাবের আলোচ্য বিষয় যদি হয় সালাত, তাহলে আপনি তাকবিরে তাহরিমা থেকে সিজদা পর্যন্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি আলোচনা ধরে নিন। এরপর সিজদা থেকে শেষ বৈঠক পর্যন্ত আরেকটি পরিপূর্ণ আলোচনা হিসেবে ধরে নিন। আর এভাবে ভাগ ভাগ করে নিন।

অথবা কিতাবটি লাইনের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে নিন বা বিষয়ভিত্তিক কোনো আলোচনার পরিপূর্ণতার মাধ্যমে অথবা পৃষ্ঠার মাধ্যমে ভাগ করে নিন। মোট কথা আপনি এলোমেলোভাবে পাঠ করবেন না। নয়তো এভাবে আপনি আপনার পাঠের অনেক কিছুই হারিয়ে ফেলবেন। কিন্তু ভাগ ও বিন্যাস আপনার জন্য ফায়দা অর্জনকে সহজ করে দেবে।

৯. শুরু ও শেষের তারিখটি নথিভুক্ত করে রাখা

কিতাবের শুরুতে লিখে রাখবেন, আমি অমুক দিন এই কিতাবটি পড়া শুরু করেছি। আর যখন পড়া শেষ হবে, তখন শেষে লিখে রাখবেন, আমি অমুক দিন কিতাবটি পড়া সমাপ্ত করেছি। প্রথমত এটি হলো, আহলে ইলমদের

কাজ। এরপর এটি হিম্মতের দাবি করে এবং সংকল্পকে শক্তিশালী করে।

কিছুদিন পরে যখন কিতাবের ওপরে থাকা শুরুর তারিখটি ও শেষের তারিখটি দেখবেন, তখন আপনার মাঝে হিম্মত ও উদ্যম বৃদ্ধি পাবে। এ ছাড়াও যদি দেখেন যে, বইটি শুরু করে শেষ করতে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি সময় লেগে গেছে এবং আপনি জানেন যে, এর কারণ হলো, সময় ও বিন্যাসের সমস্যা, তাহলে এটি আপনাকে সময়ের ব্যাপারে আরও যত্নশীল করে তুলবে এবং আপনি সামনে আর অবহেলা করবেন না।

১০. শেষ করার জন্য দ্রুত পড়ার ব্যাপারে সতর্ক থাকা

অনেক সময় আপনি কোনো কিতাব পাঠ করছেন; কিন্তু তার আর এক পৃষ্ঠা বা দুই পৃষ্ঠা বাকি আছে। এখন শুধু আগামীকাল শেষ করার নিয়তে তাড়াহুড়া করা থেকে সতর্ক থাকুন। বিশেষ করে যখন কিতাবের আলোচ্য বিষয়ে চিন্তাভাবনার প্রয়োজন হয়। সুতরাং আপনাকে ধীরে চলতে হবে; যেন আপনি গভীরভাবে বুঝে বুঝে পড়তে পারেন এবং আপনার পঠিত বিষয় থেকে উপকৃত হতে পারেন। তাড়াহুড়া করে ফায়দা অর্জন থেকে নিজেকে বঞ্চিত করবেন না। অনেক সময় এই দুটি পৃষ্ঠায় অনেক ফায়দা থাকতে পারে; যা অন্যান্য সবগুলোর সমান হতে পারে।

১১. পড়ার মাঝে বিক্ষিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে সতর্ক থাকা

অনেক সময় পড়ার মাঝে আপনার সামনে অস্পষ্ট কোনো শব্দ আসতে পারে। এই শব্দগুলো দুই ধরনের : যদি বাক্যের অর্থ বোঝা সেই শব্দের ওপর নির্ভর করে, তাহলে আপনি তার অর্থ খুঁজুন। আর যদি এমন হয় যে, সেই শব্দটি বাক্যের অর্থ বোঝার ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব ফেলবে না, তাহলে আপনি তা এড়িয়ে যান এবং শব্দটির নিচে একটি দাগ টেনে রাখুন; যেন পড়া শেষ হলে আপনি তা যাচাই করে নিতে পারেন।

এখানে বিক্ষিপ্ত হওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, কিছু তালিবে ইলম আছে, যখন তারা ওই শব্দের—যার অর্থ বোঝার ওপর বাক্য বোঝা নির্ভর করে—অর্থ বোঝার ইচ্ছা করে, তখন বিভিন্ন অভিধান দেখা শুরু করবে। আর এই সময় হয়তো এসব অভিধানের প্রচুর ফায়দা দেখে সে এসব পাঠ করা শুরু করবে এবং একের পর এক পৃষ্ঠা উল্টাতে থাকবে; ফলে একসময় মূল পড়া থেকে ভিন্ন দিকে সরে যাবে। তবে সর্বোত্তম হলো শুধু কাঙ্ক্ষিত শব্দের অর্থ খোঁজা। যখন নিজের উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যাবে এবং পড়াও পরিপূর্ণ হয়ে যাবে, তখন সেই ফায়দার দিকে ফিরে আসবে, যা পড়ার মাঝখান থেকে সে এদিকে গিয়েছিল। আর এটি সম্ভব হবে অভিধানের ফায়দাসংবলিত ওই পৃষ্ঠাগুলো নোট করে রাখার মাধ্যমে। যখন মূল পড়া শেষ হবে, তখন নম্বর অনুযায়ী ওই পৃষ্ঠাগুলো দেখে নেবে এবং গভীরভাবে সেগুলো পাঠ করবে।

এটি একটি উদাহরণ, যার ওপর এ ধরনের অন্যান্য বিষয়গুলো অনুমান করা যেতে পারে। সুতরাং কেউ যদি হাদিস পড়তে গিয়ে হাদিসের মান যাচাই করতে চায়, তাহলে শুধু মানটা যাচাই করে মূল পড়ায় ফিরে আসবে। ওই হাদিসের সাথে সংশ্লিষ্ট ইলমি বিষয়গুলো নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে না।

১২. গুরুত্বপূর্ণ ফায়দাগুলো নোটবন্দী করে রাখা

যখন আপনি কোনো কিতাব পাঠ করবেন, তখন যেন আপনার কলম আপনার সঙ্গী হয় এবং তা আপনার আঙুল থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়। যখনই গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় পাবেন, তখনই তা কিতাবের কভারে বা অন্য কোনো নোটবইয়ে সংরক্ষণ করে রাখবেন। ফায়দার সবকিছুই গুরুত্বপূর্ণ। তবে ফায়দাগুলোর মাঝে পার্থক্য রয়েছে। এভাবে লিখে রাখলে যখন প্রয়োজন তখন আবার সেটা দেখে নেওয়া যাবে।

১৩. কিতাব পাঠ করার সময় ফায়দাগুলোর সারাংশ তৈরি করা

হয়তো কিতাবের কভারে, না হয় টীকায়, অন্যথায় অন্য কোনো নোটে এটি করতে পারেন। মূল বিষয় হলো যেকোনো ফায়দা যেন ছুটে না যায়, সে ব্যাপারে আগ্রহী হতে হবে। আর যখন নোটবন্দী করা ছাড়া কোনো ফায়দা ছুটে যাবে, তখন সেটি হারিয়ে যাওয়া জিনিসের মতো

খোঁজ করুন; যেন তা পেয়ে যান। এরপর যখন অনেক ফায়দা একত্রিত করতে পারবেন, তখন সেগুলোকে বিষয়ভিত্তিক ভাগ করে ফেলুন : আকিদা, মূলনীতি, ফিকহ ইত্যাদি। আল্লাহর অনুগ্রহের পর পরিপূর্ণরূপে বিশ্বাস করুন যে, যখন আপনি দুটি বা তিনটি অথবা দশটি কিতাব পাঠ করবেন, এরপর শুরুতে যে ফায়দাগুলো আপনি লিখে রেখেছেন, তার সাথে বিষয়ভিত্তিক পরবর্তী ফায়দাগুলো যখন সংযুক্ত করবেন এবং সব ফায়দার বিষয়ভিত্তিক পৃথক পৃথক নোট তৈরি করবেন, তখন তাতে অনেক মূল্যবান ফায়দা দেখবেন এবং এটি আপনার জন্য উৎস হিসেবে কাজ করবে। যখন আপনি তাতে নজর বুলাবেন বা কোনো আলোচনার জন্য তাকাবেন বা একটি বিষয়ে লিখতে যাবেন অথবা কোনো বিষয়ে বিতর্কে জড়াবেন, তখন দেখবেন, আপনার কাছে বিশাল এক কল্যাণের ভান্ডার রয়েছে।

১৪. নির্ধারিত কোনো শাস্ত্রে কিতাব পাঠ করলে ওই কিতাবকেই মূল বানিয়ে নেওয়া

উদাহরণস্বরূপ আপনি স্বপ্ন ও তার ব্যাখ্যার ব্যাপারে কোনো বই পাঠ করছেন। এরপর আপনি স্বপ্ন সম্পর্কে কোনো ফায়দা জানতে পেরেছেন। তাহলে এই ফায়দাটি ওই কিতাবে লিখে রাখুন, অথবা ওই কিতাবের কভারে তা ইশারা দিয়ে রাখুন বা কিছু কাগজে লিখে তা কিতাবের মাঝে রেখে দিন। আপনি যখন কোনো আলোচনা বা কোনো বিষয়ে লেখা অথবা উক্ত বিষয় নিয়ে কোনো

আলোচনার মজলিশে শরিক হতে যাবেন, তখন দেখবেন, পঠিত কিতাবে আপনার ওই আলোচ্য বিষয়ের সাথে সংযুক্ত অনেক ফায়দা রয়েছে। এই ফায়দাগুলো ঘাটতি পূরণ বা পূর্ণ বিষয়কে আরও পরিপূর্ণতা দান করবে।

১৫. সংযোগ ও পার্থক্যের পদ্ধতি

একটি কিতাবের যখন অনেকগুলো ব্যাখ্যাগ্রন্থ, তখন সেই ব্যাখ্যাগ্রন্থ দিয়ে প্রথমে অধ্যয়ন শুরু করুন, যা সর্বাধিক পরিপূর্ণ এবং সেটিকে মূল ব্যাখ্যাগ্রন্থ ধরে নিন। এরপর যখন দ্বিতীয় আরেকটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ পাঠ করবেন, তখন সেখানে এমন অনেক ফায়দা দেখতে পাবেন, যা পূর্বের ব্যাখ্যাগ্রন্থে উল্লেখ ছিল না। তাহলে আপনি এখন এসব ফায়দা মূল ব্যাখ্যাগ্রন্থের উপযুক্ত আলোচনায় সংযোগ করে নিন।

এভাবেই আপনি প্রতিটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ পাঠ করবেন।

আর এভাবে ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরার মাধ্যমে পরিপূর্ণ ফায়দা হাসিল হবে।

উদাহরণ দিলে বিষয়টি বুঝতে সহজ হবে। 'আল-আরবাউন আন-নাবাবিয়্যাহ' কিতাবটির অনেকগুলো ব্যাখ্যাগ্রন্থ আছে; যার কিছু পূর্ববর্তী আলিমদের লিখিত এবং কিছু পরবর্তী আলিমদের লিখিত। ইবনে রজব ও ইবনে দাকিকুল ইদের মতো ব্যক্তিরা এর ব্যাখ্যা লিখেছেন। সমকালীন আলিমদেরও অনেকে এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেছেন।

এসব ক্ষেত্রে ইবনে রজবের ব্যাখ্যাগ্রন্থকে আসল হিসেবে ধরে নিন। প্রথম হাদিসটির ব্যাপারে প্রথমে ইবনে রজবের আলোচনা পাঠ করবেন, তারপর একই হাদিসের ব্যাপারে অন্যান্য ব্যাখ্যাগ্রন্থের আলোচনা পাঠ করবেন। এরপর দ্বিতীয় হাদিসের ব্যাপারে অধ্যয়ন শুরু করবেন। তাহলে দেখবেন, মূল ব্যাখ্যাগ্রন্থ ছাড়াও আপনি অন্যান্য গ্রন্থ থেকে অনেক অনেক ফায়দা অর্জন করতে পারবেন।

১৬. মৌসুমের বই মৌসুমেই পাঠ করা

এটি তালিবে ইলমের জন্য খুবই উপকারী; আপনি হজের মৌসুমে হজসংক্রান্ত কিতাব পাঠ করার চেষ্টা করুন। প্রথমে সংক্ষিপ্ত কিতাব, তারপর মিডিয়াম এবং সব শেষে বড় কিতাব পাঠ করবেন। তাহলে উপলব্ধি করতে পারবেন যে, আপনি অনেক ফায়দা অর্জন করছেন, ইনশাআল্লাহ। এটি পরীক্ষিত একটি বিষয়। যখন নির্ধারিত ইবাদতের মৌসুমে সে ব্যাপারে কিতাব পাঠ করবেন, তখন আপনি মৌসুমি ইবাদতগুলো পালন করতে গিয়ে আলাদা স্বাদ অনুভব করবেন। কারণ, আপনি ইলম ও বিচক্ষণতার সাথে আমল করছেন।

১৭. ফাতওয়ার কিতাবসমূহ পাঠ করা

আমি এখন আপনাদের সামনে আমার পাওয়া সর্বোত্তম একটি পদ্ধতির কথা বলব। আমি এই পদ্ধতিটি কিছু ফারিগিন ছাত্রের ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করেছি। ফলে আমিও উপকৃত হয়েছি এবং তারাও উপকৃত হয়েছে। এই আলোচনাটি ইমাম বুখারির এই আলোচনার সাথে সম্পৃক্ত :

باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم

'ইমাম কর্তৃক তার সাথিদের সামনে মাসআলা তুলে ধরা; যাতে তাদের কাছে যে ইলম আছে, তা তিনি পরীক্ষা করে নিতে পারেন—এই অধ্যায়।'

আমি বলব, এক ভাই তার সাথিদের সামনে মাসআলা তুলে ধরছেন; যেন তাদের কাছে থাকা ইলমের বিষয়ে তিনি জানতে পারেন।

ফাতওয়ার কিতাবসমূহ থেকে একটি কিতাব নিন। আর এটি সুন্দর হবে যদি ইবাদতের নির্ধারিত মৌসুমে সে বিষয়ে হয়। কারণ, আপনি হুবহু ওই ইবাদতের বিষয়ে কিতাব পাঠ করছেন। কিতাব নির্বাচনের পর আপনার একজন সাথি বা কয়েকজন সাথির সাথে কিতাবটির ওপর পরস্পর আলোচনা হবে। তাদের একজন আপনাদের প্রশ্ন করবে এবং আপনারা যার যার মতো উত্তর দেবেন। যখন

একজনের জবাব আরেকজনের জবাবের বিপরীত হবে, তখন প্রত্যেকেই নিজ নিজ জবাবের প্রমাণ ও কারণ পেশ করবে এবং অপরজনের দলিল প্রত্যাখ্যান করবে। আর এটি আল্লাহর ব্যাপারে না জেনে কথা বলার অন্তর্ভুক্ত হবে না। বরং এটি হলো শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। যখন আপনাদের আলোচনা সমাপ্ত হয়ে যাবে, তখন একজন কিতাবের উত্তরটি পাঠ করবে। তখন সকলেই কিতাবের উত্তরটি শোনার জন্য উৎসাহী থাকবে। কার উত্তর ভুল হয়েছে এবং কার উত্তর সঠিক হয়েছে, বিষয়টি জানার জন্য সকলেই আগ্রহী হবে। আর এই আগ্রহ ও উদ্দীপনা ফায়দাটি জেহেনে মজবুতভাবে গেঁথে দেবে। এরপর পাঠকারী আরেকটি প্রশ্ন করবে এবং সকলেই আগের মতো উত্তর দেবে।

এভাবে যখন কিছু প্রশ্ন করা হয়ে যাবে, তখন আবার পেছনের সবগুলো প্রশ্ন করা হবে এবং উত্তর দেওয়া হবে। তারপর নতুন প্রশ্নোত্তর শুরু করবে।

১৮. নতুন কোনো বই কিনলে বা হাদিয়া পেলে, সেটি লাইব্রেরিতে রাখার আগেই তার সূচিপত্র ও ভূমিকা পড়ে নেওয়া

এটি হলো অনুসন্ধানী পাঠ; যেন সংক্ষিপ্তভাবে বইটির ব্যাপারে জেনে নিতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ আপনি বলবেন, আজ আমার কাছে এই হাদিসের ব্যাখ্যাসংবলিত একটি কিতাব এসেছে :

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

'তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ওই ব্যক্তি, যে কুরআন শিক্ষা করে এবং (অপরকে) শিক্ষা দেয়।'[১৯]

এই ব্যাখ্যাতা হিজরির চতুর্থ শতাব্দীর লোক। আর কিতাবটি বিশ্লেষণ করেছেন অমুক। সুতরাং আপনার কাছে এমন একটি পটভূমি থাকবে, যা ইনশাআল্লাহ পরবর্তী সময়ে এটি পড়ার ক্ষেত্রে আপনার জন্য অন্যতম সহায়ক হবে।

১৯. এক কিতাব থেকে অন্য কিতাবে ছোটাছুটির ব্যাপারে সতর্ক থাকা

কোনো নিয়ম-নীতি ছাড়া এক কিতাব থেকে অন্য কিতাবে ছোটাছুটি করলে জেহেন ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং ফায়দাগুলো বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। হ্যাঁ, এমন কিছু দীর্ঘ কিতাব আছে, যা পাঠ করতে মাস বা কয়েক বছরও চলে যাবে। এর জন্য অবশ্যই নির্ধারিত একটি সময়ের প্রয়োজন হবে। কিন্তু আপনি যখন একটি নির্ধারিত কিতাব পড়তে যাবেন, তখন অন্য কিতাব দিয়ে ভিড় জমিয়ে ফেলবেন না। আপনার সময় বিন্যস্ত করে নেবেন এবং চেষ্টা করবেন যে, আপনার সাপ্তাহিক বা দৈনিক পঠিতব্য কিতাবগুলোর সংখ্যা কমিয়ে আনতে। কারণ, আপনি যখন সময়কে বিন্যাস করে

---

১৯. সহিহুল বুখারি : ৫০২৭।

নেবেন এবং জীবনের প্রতিটি সেকেন্ডকে সাজিয়ে নেবেন এবং শুরুতে অল্প কিতাব যেমন দুটি বা তিনটি নির্ধারণ করলেন, তাহলে নিজের মাঝে তা আরও বৃদ্ধির জন্য আগ্রহ পাবেন। আর এটি আপনার সময়ের ওপর ভিত্তি করে হবে। পক্ষান্তরে যদি আপনি নিজের জন্য কিতাব বাড়িয়ে নেন এবং একটি রেখে আরেকটিতে বেশি বেশি ছোটাছুটি করেন, তবে জেহেন বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে।

২০. পড়ার ব্যাপারে দুর্বলতা অনুভব করলে সাথিদের থেকে সাহায্য গ্রহণ করা

অনেক সময় আপনি একাকী পড়তে গিয়ে দুর্বল হয়ে পড়বেন। অব্যাহতভাবে পড়া চালিয়ে যেতে সক্ষম হবেন না। তখন আপনার কোনো সাথি থেকে সাহায্য গ্রহণ করতে কোনো অসুবিধা নেই। কিছু ভাই আছে, যারা পড়তে গেলে ঘুমের চাপে পড়ে। তারা বলে, আমি পড়তে সক্ষম নই। আমাকে ঘুমে ধরে বা আমি ক্লান্ত হয়ে পড়ি। কিন্তু যদি আলোচনার সাথে পড়া হয় এবং আপনি এক পৃষ্ঠা পড়েন, আর আপনার সাথি এক পৃষ্ঠা পড়ে, আপনি একটি অধ্যায় পড়েন এবং আপনার সাথি একটি অধ্যায় পড়ে, তাহলে অবশ্যই এটি পড়ার প্রতি আগ্রহ ধরে রাখতে সাহায্য করবে। বরং এতে সে অনেক সময় একাকী পড়ার জন্যও উদ্যমী হয়ে উঠবেন; যদিও ইতিপূর্বে আপনি এটি করতে সক্ষম ছিলেন না।

২১. উপস্থাপনার মাধ্যমে পড়া

সবচেয়ে উপকারী এবং গুরুত্বপূর্ণ পড়া হলো উপস্থাপনার মাধ্যমে দীর্ঘ কিতাব পাঠ করা। উদাহরণস্বরূপ আপনি সহিহুল বুখারি উপস্থাপনার মাধ্যমে পাঠ করবেন। অনেক সময় আপনার সাথে এক বা একাধিক সাথি থাকতে পারে। আপনারা পরস্পরের মাঝে নির্ধারিত কিছু পৃষ্ঠা ভাগ করে নিয়ে প্রত্যেকে সেই পৃষ্ঠাগুলো পাঠ করবেন অথবা কিতাবের অধ্যায় বা আলোচনার ভিত্তিতেও এই ভাগ হতে পারে। এ ধরনের সম্মিলিত পড়ার একটি ফায়দা হলো, এতে অবিচলতা ও আগ্রহ ঠিক থাকে এবং অনেক কিতাব পাঠ করার সুযোগ হয়।

২২. সাহিত্যের কিছু কিতাব পাঠের মাধ্যমে নিজেকে আনন্দ দেওয়া

এমন কিছু বই পড়তে হবে, যাতে জ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় যেমন : সাহিত্য, কবিতা ও কাহিনি রয়েছে। তাতে থাকবে নতুনত্ব ও হাসি-রসিকতা। এর মাধ্যমে নিজের ওপর যে চাপ ও ক্লান্তি রয়েছে, তা দূর হয়ে যাবে। সাথে সাথে এর মাধ্যমে নিজের সাধারণ জ্ঞানের পরিধিও প্রশস্ত হবে।

২৩. কিছু মানুষের যোগ্যতা আছে; কিন্তু তা ভিন্ন স্থানে বশীভূত হয়ে আছে

আমি এমন কিছু তরুণকে চিনি, যাদের মুখস্থশক্তি রয়েছে এবং মুখস্থের ব্যাপারে তাদের সক্ষমতাও রয়েছে; কিন্তু তারা লাভজনক কোনো কাজে তা ব্যয় করছে না; বরং তারা এই যোগ্যতাকে বহু অনর্থক কাজে লাগিয়ে রেখেছে। তাদের দেখবেন, শত শত কবিতা, মজার মজার জিনিস এবং রসিকতাপূর্ণ বিষয় মুখস্থ করছে; কিন্তু সংক্ষিপ্ত সুরাগুলো পাঠ করার সময় তারা অনেক ভুল করে। মধ্যম পর্যায়ের সুরার ব্যাপার তো দূরের বিষয়। তাদের সকাল-সন্ধ্যা বা ঘুমানোর সময়কার জিকিরগুলোও মুখস্থ নেই। এটি হলো তাদের অবহেলা। তবে এই অবহেলার সবচেয়ে বড় কারণ হলো, উত্তম জিনিস বাদ দিয়ে অনুত্তম জিনিস নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়া।

এখানে আলোচনার জন্য সবচেয়ে সুন্দর কথা হলো, খতিব আল-বাগদাদি ﵀ তার কিতাব 'শারাফু আসহাবিল হাদিস' নামক গ্রন্থে ইসাম বিন আলি ﵀-এর দিকে তার সনদের সম্পৃক্ততা উল্লেখ করার পর যা বলেছেন, তিনি বলেন, 'আমি আমাশকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, "যখন তোমরা কোনো শাইখকে কুরআন তিলাওয়াত করতে দেখো না এবং হাদিসও লিখতে দেখো না, তখন তাকে চড় মারো। কারণ, সে হলো চাঁদের শাইখ!" আবু সালিহ বলেন, "আমি আবু জাফরকে জিজ্ঞেস করলাম,

চাঁদের শাইখ কে?” তিনি বললেন, “তারা হলো যুগবাদী শাইখ, যারা চাঁদের রাতগুলোতে জড়ো হয় এবং মানুষের জীবনকাল নিয়ে আলোচনা করে; কিন্তু তাদের কেউ কেউ সালাতের জন্য ভালোভাবে অজুও করতে পারে না।”’[২০]

এ কারণেই শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ﷺ বলেন :

‘এ কারণেই আমরা দেখি, যে বেশি বেশি অন্তরের প্রশান্তির জন্য কবিতা শ্রবণ করে, কুরআন শ্রবণের ব্যাপারে তার আগ্রহ কমে যায়। এমনকি একসময়ে সে কুরআন (তিলাওয়াত) অপছন্দ করে।’[২১]

এটি বাস্তব বিষয় যে, আপনিও দেখতে পাবেন, কিছু মানুষ একটি পত্রিকা একবার এমনকি দুবারও পড়ে। সে ম্যাগাজিন একটানা পড়তে পারে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এগুলো পড়লেও সে এতে ক্লান্ত হয় না। কিন্তু যদি কুরআন সামনে নিয়ে কয়েক মিনিট পাঠ করে, তাহলে সে বিরক্তিবোধ করে! এটি তার জন্য বড়ই মুসিবত ও দুঃখজনক বিষয়। সুতরাং আপনি এমন জিনিস পড়ার ওপর নিজেকে অভ্যস্ত করে তুলুন, যা আপনার উপকার বয়ে আনবে।

---

২০. শারাফু আসহাবিল হাদিস : ৬৭-৬৮ পৃ.।

২১. ইকতিজাউস সিরাতিল মুসতাকিম : ৩০৭ পৃ.।

কীভাবে বুঝবেন?

ব্যাপক জিকিরগুলো গ্রহণ করুন; যেমন : দুআ, ইখলাস, সবর, সাওয়াবের আশা এবং নিরাশ না হওয়া ইত্যাদি। এই আলোচনায় এটিও শামিল করা যায় যে, আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহের পর বোঝার জন্য এই বিষয়গুলোও দরকার :

১. বেশি বেশি ইসতিগফার পাঠ

কতিপয় আহলে ইলম উল্লেখ করেছেন যে, ইসতিগফার অস্পষ্ট বিষয়কে স্পষ্ট করা এবং জটিলতা দূর করার ক্ষেত্রে সাহায্য করে। তারা আল্লাহ তাআলার এই বাণীর মাধ্যমে দলিল পেশ করেছেন :

إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ ۚ وَلَا تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا

'নিশ্চয় আমি আপনার প্রতি যথাযথভাবে কিতাব অবতীর্ণ করেছি; যেন আপনি আল্লাহ যা আপনাকে জানিয়েছেন, সে অনুসারে মানুষের মাঝে বিচার-ফয়সালা করেন। আর আপনি খিয়ানতকারীদের পক্ষ থেকে বিতর্ককারী হবেন না।'[২২]

وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

'আর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।'[২৩]

২. আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ﵀ বলেন :

'আমি সবচেয়ে উপকারী দুআ নিয়ে ফিকির করলাম। তারপর পেলাম যে, তা হলো আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির ওপর প্রার্থনা করা। এরপর আমি সুরা ফাতিহায় দেখলাম :

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

'আমরা আপনারই ইবাদত করি এবং আপনারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি।'[২৪]

---

২২. সুরা আন-নিসা, ৪ : ১০৫।
২৩. সুরা আন-নিসা, ৪ : ১০৬।
২৪. সুরা আল-ফাতিহা, ১ : ৫।

৩. বোঝার ক্ষেত্রে কোমলতা প্রদর্শন করা এবং তাড়াহুড়া না করা

তাড়াহুড়া করবেন না। সুতরাং বই পড়ার সময় এ ব্যাপারটি নিশ্চিত হন যে, লেখকের উদ্দেশ্য এটিই বা এই উদ্দেশ্যই বোঝা যাচ্ছে। কারণ, নবিজি ﷺ থেকে সহিহ সূত্রে বর্ণিত :

إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ

'কোমলতা যেকোনো বিষয়কে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে। আর যেকোনো বিষয় থেকে কোমলতা বিদূরিত হলে তাকে কলুষিত করে।'[২৫]

এ কারণেই আলোচনা বোঝা ও তার উদ্দেশ্য নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া প্রবণতার ফলে অনেক সময় লেখক যা বলেছেন, তার বিপরীত জিনিস বুঝে আসে।

সুতরাং আপনি যখন কোনো কিতাব পাঠ করবেন, তখন এ কথা বলবেন না যে, এটাই লেখকের উদ্দেশ্য। অনেক সময় আপনি যা বুঝেছেন, তার বিপরীত কিছুও লেখকের উদ্দেশ্য হতে পারে। তাই আপনি কিতাব পাঠে অব্যাহতভাবে লেগে থাকুন এবং আপনার শাইখ ও অন্য ছাত্রদের কাছে আপনার পঠিত বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস

---

২৫. সহিহু মুসলিম : ২৫৯৪।

করুন; যেন আপনি পরিপূর্ণ ফায়দা অর্জন করতে পারেন। আহলে ইলমদের দিকে কখনো ভুল সম্পৃক্ত করবেন না।

৪. পড়ার ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে সামনে অগ্রসর হওয়া

ধীরে ধীরে চলা বোঝার ক্ষেত্রে সর্বোত্তম মাধ্যম; সুতরাং শুরুতেই আপনি বড় বড় কিতাব অধ্যয়ন করতে শুরু করবেন না। কারণ, এতে আপনার মাঝে বিরক্তি ও ক্লান্তি চলে আসতে পারে। সুতরাং ধীরে ধীরে সামনে অগ্রসর হোন এবং নিজের প্রতি সদয় হোন। কিতাব যত সংক্ষিপ্ত হবে, আপনার জন্য তা ততই উপকারী হবে এবং যাদের কাছে আপনি ইলম পৌঁছিয়ে দিতে চাচ্ছেন, তাদের জন্যও তা উপকারী হবে।

এটি বাস্তব একটি বিষয়, উদাহরণস্বরূপ কিছু মানুষ যখন হাদিস মুখস্থের ইচ্ছা করে, তখন বুখারি-মুসলিম বা আল-লু'লুয়ু ওয়াল মারজান থেকে হাদিস মুখস্থ করে। ফলে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং একসময় মুখস্থ করা ছেড়ে দেয়। অথচ সে ছিল প্রাথমিক পর্যায়ের পাঠক। আবার কেউ কেউ আছে 'আল-আরবাউন আন-নাবাবিয়্যাহ' দ্বারা শুরু করে। যখন সে উপলব্ধি করে যে, সে সুন্দরভাবে এটি হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে এবং পুরো মতন মুখস্থ করতে সক্ষম হয়েছে, তখন অনুপ্রাণিত হয়। ফলে অন্য একটি মতন মুখস্থের ব্যাপারে তার আগ্রহ বেড়ে যায় এবং তার উন্নতি হয়।

আকিদার ক্ষেত্রেও বিষয়টি একই রকম; যদি আপনি শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ﷺ-এর 'আল-লামিয়াহ' গ্রন্থটি শুরু করেন—যা মাত্র ষোলোটি চরণে লিখিত—তাহলে আপনি তা মুখস্থ করে ফেলতে পারবেন এবং খুব ভালোভাবে আত্মস্থ করতে পারবেন। আপনি উপলব্ধি করবেন যে, আপনি পূর্ণ একটি মতন মুখস্থ করেছেন। ফলে পরবর্তী পদক্ষেপে আপনার মাঝে আগ্রহ বাড়বে।

৫. পঠিত বিষয় ভাগ করে নেওয়ার মতো বুঝতে চাওয়া বিষয়টিও ভাগ করে নেওয়া

যখন আপনি পড়া শুরু করবেন, তখন চেষ্টা করবেন যেন একটি লাইনও বা একটি শব্দও না বুঝে চলে না যান। যখন আপনার জন্য কোনো মাসআলা বোঝা কষ্টকর হয়ে যায়, তখন সেটি যেন আপনার অব্যাহতভাবে সামনে চলার জন্য প্রতিবন্ধক না হয়। বরং তার নিচে একটি দাগ দিয়ে নির্দিষ্ট একটি সময় পর্যন্ত সেটির আলোচনা রেখে দিন।

৬. জেহেনকে ধরে রাখা

পড়া ও মুখস্থের মতো বোঝার ক্ষেত্রেও জেহেনকে ধরে রাখতে হবে। কোনো কাজ করার সময় মানুষ যতই সে কাজের প্রতি আত্মিকভাবে প্রস্তুত থাকবে এবং শারীরিকভাবে প্রফুল্ল হবে, ততই সে তা উত্তমভাবে সম্পাদন করতে পারবে। রাসুল ﷺ-এর এই বাণীতে শরিয়তের রহস্যের প্রতি খেয়াল করুন :

لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ

'খাবার উপস্থিত রেখে কোনো সালাত নেই।'[২৬]

এই হাদিসটি হলো একটি নীতি। পেছনে ইবনুল কাইয়িম ﷺ-এর কথা আলোচনা হয়েছে।

যা-ই হোক, যখন মুসল্লি ক্ষুধার্ত বা পিপাসার্ত থাকবে, তখন খুশুর সাথে সালাত আদায়, কিংবা ইমামের পড়ার প্রতি মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হবে না; বরং রুকু ও সিজদার তাসবিহ পড়েও স্বাদ পাবে না।

কিন্তু যখন সে আত্মিকভাবে প্রস্তুত থাকবে, তখন নিশ্চয়ই পজেটিভ প্রভাব পড়বে অনেক বেশি। একইভাবে বোঝার ক্ষেত্রে আপনি নিরাশ হয়ে যাবেন না। যখন পড়ার পর একটি বা দুটি বিষয় না বুঝেন, তখন নিজেকে হতাশ না করতে চেষ্টা করুন। যদি একশ মাসআলা পড়ে আপনি একটি মাসআলা বুঝতে পারেন, তাহলে প্রথমত আপনিই উপকার গ্রহণকারী। তাহলে কেন আপনি নিরাশ হবেন বা হতাশ হবেন অথবা আত্মসমর্পণ করবেন? দ্বিতীয়ত, আপনি একটি মাসআলা বুঝেছেন। আর একটি মাসআলা বুঝতে পারা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একটি নিয়ামত। আর এই ফায়দাটি আরও অনেক ফায়দা টেনে আনবে, যেমন এক ইবাদত অন্য ইবাদত টেনে আনে।

২৬. সহিহু মুসলিম : ৫৬০।

৭. সব সময় অন্যের ওপর ভরসার চেষ্টা না করা; বরং নিজে নিজে বোঝার ব্যাপারে অভ্যাস গড়ে তোলা

উদাহরণস্বরূপ আপনি ফিকহের একটি কিতাব পড়তে চান। তাহলে আপনি নিজের চেষ্টায় লেখকের উদ্দেশ্য বোঝার চেষ্টা করুন; কারণ, পরিশ্রম ও যোগ্যতা ব্যয় করার দ্বারা আপনার মাঝে একধরনের বুঝের চেষ্টা তৈরি হবে। নিজেকে বোঝার চেষ্টায় অভ্যস্ত করে না তোলা তালিবে ইলমের জন্য ক্ষতিকর এবং ইলম অর্জনের পথে অব্যাহতভাবে পথ চলায় তার জন্য প্রতিবন্ধক।

বাস্তবতা হলো, আপনি আপনার চেষ্টা ব্যয় করবেন।

উদাহরণস্বরূপ আপনি এখন কুরআন তিলাওয়াত করছেন; কোনো ফতোয়া দিচ্ছেন। ধরুন, আপনি আল্লাহ তাআলার এই বাণী পাঠ করছেন :

فَلَآ أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ

'আমি শপথ করছি সেই সব নক্ষত্রের, যা পশ্চাতে সরে যায়।'[২৭]

(بِالْخُنَّسِ) দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য কী? আপনি এ ধরনের যত শব্দ পড়েছেন, তার আলোকে নিজেকে জিজ্ঞেস করুন। আর এটি আল্লাহর বিরুদ্ধে না জেনে কথা বলার অন্তর্ভুক্ত

---

২৭. সুরা আত-তাকবির, ৮১ : ১৫।

হবে না। বরং এটি হলো নিজেকে বোঝার চেষ্টায় অভ্যস্ত করে তোলার অন্তর্ভুক্ত।

যখন আপনি পরিশ্রম ব্যয় করে বিভিন্ন কিতাবে তা যাচাই করবেন বা আহলে ইলমদের জিজ্ঞেস করে আপনার বুঝের অনুরূপ পাবেন, তখন আল্লাহর শোকর আদায় করবেন। আর যদি আপনার বুঝের বিপরীত পান, তাহলেও আল্লাহর শোকর আদায় করবেন যে, তিনি আপনাকে সঠিক বিষয়টি দেখিয়ে দিয়েছেন।

৮. উপলব্ধ মূল মাসআলাগুলোর সারাংশ তৈরি করা

যখন আপনি কোনো কিতাব বা কিতাবের কোনো আলোচনা পড়ে সমাপ্ত করলেন, তখন ফায়দা ও মাসআলাগুলোর মূল মূল বিষয়ের সারাংশ তৈরি করুন। হয়তো এটি কিতাবের কভারে হবে, না হয় পৃষ্ঠার টীকায় হবে। বিষয়টি নিয়ে পেছনে আলোচনা হয়েছে। আর যখনই আপনি তার সারাংশ তৈরি করবেন এবং কিতাবের পরিবর্তে আপনি নিজে লিখে রাখবেন, তখন আল্লাহর ইচ্ছায় ফায়দাটি আপনার হৃদয়ে আরও বদ্ধমূল হবে এবং বিস্তারিত আলোচনার সময় তা বুঝতে পারবেন।

ব্যাপক একটি উপদেশ

পূর্বের এসব আলোচনার পর আমি নিজেকে এবং তালিবে ইলমদের উপদেশ দিচ্ছি, বেশি বেশি বড় বড় শাইখদের মজলিশে বসা চাই। তারা আপনার উপলব্ধি-শক্তিকে সমৃদ্ধ করবেন। আপনি জানতে পারবেন, কীভাবে শরয়ি প্রমাণ ও ইবারতগুলোকে কাজে লাগাবেন? তাদের দরস দেওয়ার পদ্ধতি কেমন? আহলে ইলমদের কথা অনুধাবনের ক্ষেত্রে শাইখদের পদ্ধতি কেমন? আপনি বেশি বেশি এসব মজলিশে বসার মাধ্যমে কিতাব অধ্যয়নে স্বাদ অনুভব করবেন এবং লেখকের উদ্দেশ্য অনুধাবন ও তার কথা ব্যাখ্যা করার মাঝেও স্বাদ পাবেন।

আমি আপনাকে সহায়ক ইলমগুলোর ব্যাপারেও উপদেশ দিচ্ছি, এখানে কিছু ইলম আছে, যা মাধ্যম; যেমন : ব্যাকরণশাস্ত্র, ভাষা এবং ফিকহের মূলনীতি। এসব ইলম আপনাকে আলোচনা বোঝা এবং বক্তার উদ্দেশ্য স্পষ্টকরণে সাহায্য করবে। ফলে যখন আপনি ইলম অন্বেষণ করবেন, তখন তার প্রতি আপনার আগ্রহ বাড়তে থাকবে। অর্থ উপার্জনকারী অর্থ উপার্জনে যেমন ক্লান্ত হয় না, আপনিও তেমন ইলম অন্বেষণে ক্লান্ত হবেন না।

রাসুল ﷺ বলেন :

مَنْهُومَانِ لَا يَشْبَعَانِ: طَالِبُ عِلْمٍ وَطَالِبُ دُنْيَا

'দুই লোভী ব্যক্তি কখনো পরিতৃপ্ত হয় না : ইলম অন্বেষণকারী এবং দুনিয়া (মাল) অন্বেষণকারী।'[২৮]

আল্লাহ তাআলাই আমার ও আপনাদের রব। আমি তাঁর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি আমাকে এবং আপনাদেরকে প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে এবং কথা ও কাজে তাঁকে ভয় করার তাওফিক দান করুন।

আমি তাঁর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের কাছে ইমানকে প্রিয় করে দেন এবং আমাদের হৃদয়ে তা সজ্জিত করে দেন। আর কুফর, ফিসক ও অবাধ্যতা আমাদের কাছে ঘৃণিত করে দিয়ে আমাদেরকে রাশিদিন (নেককার)-এর মাঝে অন্তর্ভুক্ত করে নেন।

তেমনিভাবে আমি আরও প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমাদের বরকতময় করে দেন, আমরা যেখানেই থাকি না কেন।

হে আল্লাহ, আপনি আমাদের যা শিক্ষা দিয়েছেন, তার মাধ্যমে আমাদের উপকৃত করুন এবং আমাদের ইলমকে শুধু আপনার সন্তুষ্টির জন্য বানিয়ে দিন। হে আমাদের রব, নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা এবং দুআ কবুলকারী।

---

২৮. মুসনাদুল বাজ্জার : ৪৮৮০।

আলি বিন খাশরাম রহ. বলেন, ‘আমি ওয়াকি বিন জাররাহ-এর হাতে কোনো কিতাব দেখলাম না; অথচ তিনি আমাদের চেয়ে বেশি বিষয় মুখস্থ করতেন। এতে আমি বিস্মিত হলাম। আমি তাকে প্রশ্ন করে বললাম, “হে ওয়াকি, তুমি কোনো কিতাবও নিয়ে আসো না এবং সাদা জিনিসে (কাগজে) কালো কিছু লেখো না; অথচ আমাদের চেয়ে বেশি বিষয় মুখস্থ করো?!”’ তখন ওয়াকি—আলির কানে চুপিসারে—বললেন, ‘হে আলি, যদি আমি তোমাকে ভুলে যাওয়ার চিকিৎসা বলে দিই, তাহলে কি তা আমল করবে?’ আমি বললাম, ‘আল্লাহর শপথ, অবশ্যই।’ তিনি বললেন, ‘গুনাহ ছেড়ে দেওয়া।’ আল্লাহর শপথ, আমি মুখস্থের জন্য গুনাহ পরিত্যাগের চেয়ে অধিক উপকারী কোনো জিনিস দেখিনি।’

ইলম অন্বেষণের মাধ্যমেই মানুষ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আর এর মাধ্যমেই দুনিয়াতে বিভিন্ন কাজের তাওফিক এবং আখিরাতে উচ্চ মর্যাদা অর্জন করতে পারে। ইলম অন্বেষণে কিছু যুবকের চেষ্টা-সাধনা ও উদ্যম আশা জাগিয়ে তোলে। এটি পরস্পরকে সুসংবাদ দেওয়ার মতো বিষয়। তারা নিজেদের সময় ও সম্পদ ইলম অন্বেষণের পথে ব্যয় করছে এবং এ পথে নিজেদের শরীরকে ক্লান্ত করে তুলছে। এটি মহান একটি লক্ষ্য, প্রশংসনীয় একটি মনজিল এবং বিশাল এক মর্যাদা।...

ইলম অন্বেষণের জন্য সাধনা, সুবিন্যাস এবং কিছু নিয়মনীতির প্রতি লক্ষ রাখা প্রয়োজন, তবেই ইলম অন্বেষণের পথে তালিবে ইলমের প্রচেষ্টা অধিক ফলপ্রসূ হবে। ইলম অর্জনে সহায়ক এমনই কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা দিয়ে সাজানো হয়েছে অতীব উপকারী এ বইটি।